Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

Magh 02, 1432 Bangla, January 16, 2026, Friday, No. 16, 56th year

H I G H L I G H T S

The government has approved the 'July Mass Uprising Protection and Liability Determination Ordinance 2026' granting indemnity to participants in July Uprising. [Jago FM: 18]

NCP convener Nahid Islam has acknowledged internal disagreements within alliance due to the alliance process in a very short period of time, but has expressed confidence that it will be resolved. [Jago FM: 17]

The 11-party alliance is facing uncertainty as Jamaat-e-Islami has developed tensions with two parties including Islami Andolan Bangladesh. Issues of 'distrust' & 'suspicion' about Jamaat have come up in this alliance. [BBC: 08]

The Centre for Policy Dialogue has raised questions about whose interests are being served by the interim government's proposed Power and Energy Master Plan. [Jago FM: 18]

CID arrested 2 individuals, including a computer operator-cum-office assistant of EC on charges of earning more than a crore taka per month by forging NID cards & illegally selling personal information of citizens. [Jago FM: 17]

BCB has removed Nazmul Islam from all responsibilities including his position as chairman of the board's finance committee following a player boycott that halted several cricket matches in country on Thursday. [DW: 16]

The Trump administration is indefinitely suspending immigrant visa processing for immigrants from 75 countries, including Bangladesh. [BBC: 06]

Experts say that due to the lack of legal obligations, parties are not prioritizing women's nominations, which is gradually lagging behind women's participation in politics. [BBC: 04]

According to data from Swiss-based air quality monitoring group IQAir on Thursday, Dhaka topped the list of the world's most polluted cities, with an Air Quality Index score of 271. [DW: 16]

Director: 44813046	**Deputy News Controller: 44813048** **44813179**	**Assistant News Controller: 44813047** **44813178**

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
মাঘ ০২, বাংলা ১৪৩২, জানুয়ারি ১৬, ২০২৬, শুক্রবার, নং- ১৬, ৫৬তম বছর

শিরোনাম

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারীদের দায়মুক্তি ও আইনি সুরক্ষা দিতে `জুলাই গণঅভ্যুত্থান সুরক্ষা ও দায় নির্ধারণ অধ্যাদেশ, অনুমোদন করেছে উপদেষ্টা পরিষদ। [জাগো এফএম: ১৮]

খুবই অল্প সময়ের মধ্যে জোট প্রক্রিয়া হওয়ায় কিছু মতানৈক্য হয়েছে, তবে এটা কেটে যাবে বলে মন্তব্য করেছেন এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। [জাগো এফএম: ১৭]

ইসলামী আন্দোলনসহ দুটি দলের সঙ্গে জামায়াতে ইসলামীর টানাপড়েন তৈরি হওয়ায় অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে ১১ দলীয় জোট। জামায়াতকে নিয়ে 'অবিশ্বাস' আর 'সন্দেহের' কথা এসেছে এই জোটে। [বিবিসি: ০৮]

অন্তর্বর্তী সরকারের করা জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতের মহাপরিকল্পনা কার স্বার্থে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালাগ। [জাগো এফএম: ১৮]

জাতীয় পরিচয়পত্র জালিয়াতি ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অর্থের বিনিময়ে নাগরিকদের সংবেদনশীল তথ্য সরবরাহ করে মাসে কোটি টাকার বেশি আয় করার অভিযোগে নির্বাচন কমিশনের এক কম্পিউটার অপারেটর কাম অফিস অ্যাসিস্ট্যান্টসহ দুজনকে গ্রেফতার করেছে সিআইডি। [জাগো এফএম: ১৭]

ক্রিকেটারদের দাবির মুখে অর্থ কমিটির প্রধানের পদসহ বিসিবির সব দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হচ্ছে বোর্ড পরিচালক এম নাজমুল ইসলামকে। [ডয়চে ভেলে: ১৬]

বাংলাদেশসহ ৭৫টি দেশের অভিবাসীদের জন্য অনির্দিষ্টকালের জন্য অভিবাসন ভিসা প্রক্রিয়াকরণ স্থগিত করছে ট্রাম্প প্রশাসন। [বিবিসি: ০৬]

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আইনি বাধ্যবাধকতা না থাকার কারণেই নারী মনোনয়নকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে না দলগুলো। এতে রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণ ক্রমেই পিছিয়ে পড়ছে। [বিবিসি: ০৪]

বৃহস্পতিবার সুইজারল্যান্ডের আইকিউএয়ার প্রতিষ্ঠান জানিয়েছে, বায়ু দূষণে দিল্লি ও করাচিকে পিছনে ফেলে প্রথম স্থানে চলে এসেছে ঢাকা। ঢাকার গড় স্কোর এসেছে ২৭১। [ডয়চে ভেলে: ১৬]

বিবিসি

সপরিবারে মুহাম্মদ ইউনূস-তারেক রহমান সাক্ষাৎ

প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। মি. রহমান দেশে ফেরার পর প্রথম আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎ হলেও, এটি অনেকটা পারিবারিক সাক্ষাতে রূপ নেয়। তাদের দু-জনের পরিবারের সদস্যদেরই এ সময়ে উপস্থিত থাকতে দেখা গেছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে স্ত্রী জোবাইদা রহমান ও কন্যা জাইমা রহমানসহ তারেক রহমান রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় যান। সেখানে প্রধান উপদেষ্টা ও তার কন্যা দিনা ইউনূসের সঙ্গে তারা এক ঘণ্টার বেশি সময় কাটান। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে এসব তথ্য জানানো হয়েছে। পারিবারিক আবহে বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হলেও, সেখানে বাংলাদেশের বর্তমান রাজনীতির কেন্দ্রে থাকা দুই ব্যক্তির মধ্যে কোনো রাজনৈতিক বিষয় আলোচিত হয়েছে কি না, তা নিয়ে সরকার বা বিএনপির পক্ষ থেকে কিছু জানানো হয়নি।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ১৫.০১.২০২৬ এলিনা)

জুলাই-অগাস্টের ফৌজদারি কার্যাবলি থেকে গণ-অভ্যুত্থানকারীদের দায়মুক্তি

বাংলাদেশে জুলাই-আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানে সংগঠিত ফৌজদারি কার্যাবলি থেকে অভ্যুত্থানকারীদের দায়মুক্তি দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুল। বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমি মিলনায়তনে আয়োজিত ব্রিফিংয়ে এসব কথা জানিয়েছেন তিনি। আইন উপদেষ্টা বলেন, "ফ্যাসিস্ট সরকারের পতনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে সংগঠিত যে কার্যাবলি ছিল, সে সমস্ত কার্যাবলির ফৌজদারি দায় দায়িত্ব থেকে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকারীদের দায়মুক্তি দেওয়া হয়েছে।„ জুলাই-আগস্ট রাজনৈতিক প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে সংগঠিত কার্যাবলির জন্য তাদের বিরুদ্ধে কোনও নতুন মামলা করা যাবে না, ইতোমধ্যে যদি কোনও মামলা থাকে, সেগুলোও প্রত্যাহার করা হবে বলেও জানান তিনি। মি. নজরুল বলেন, জুলাই এবং আগস্ট মাসে কেউ যদি রাজনৈতিক প্রতিরোধের নামে ব্যক্তি স্বার্থে কোনও হত্যাকাণ্ড ঘটায়, তার ফৌজদারি দায় দায়িত্ব থেকে সে রেহাই পাবে না।

এছাড়া, হত্যার শিকার পরিবারের সদস্য মনে করে, এর সঙ্গে জুলাই অভ্যুত্থানের কোনো সম্পর্ক নেই, তাহলে মানবাধিকার কমিশন গেলে, কমিশন সেটি তদন্ত করে ব্যবস্থা নেবে বলেও জানানো হয়। মি. নজরুল বলেন, "মুক্তিযুদ্ধ কিন্তু আমাদের শেষ হয়েছিল ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিজয় অর্জনের মাধ্যমে। কিন্তু, ওখানে দায়মুক্তি দেওয়া হয়েছিল ২৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২ পর্যন্ত। আমরা এতদূর বিস্তৃত করি নাই।„ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গণ-অভ্যুত্থান বা বিপ্লব হওয়ার পর এরকম দায়মুক্তি দেওয়া হয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৫.০১.২০২৬ নারগীস)

ইসলামী আন্দোলনকে ছাড়া ১০ দলের বৈঠক, ঐক্য ধরে রাখার 'আশা'

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আসন সমঝোতা নিয়ে আজ রাতেই সিদ্ধান্ত জানানোর কথা জানিয়েছে ১১ দলীয় জোট। রাত ৮টায় এ বিষয়ে সংবাদ সম্মেলন করা হবে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশের আমির মামুনুল হক। আজ দুপুরে জামায়াত ইসলামীর মগবাজার কার্যালয়ে জোটের ১০টি দলের বৈঠক হয়, যেখানে উপস্থিত ছিল না ইসলামী আন্দোলনে কেউ। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মামুনুল হক বলেন, "ইসলামী আন্দোলনকে নিয়ে যেভাবে একসঙ্গে শুরু করেছিলাম, সেভাবেই একসঙ্গে থাকবো বলে প্রত্যাশা। রাত ৮টায় আসন সমঝোতা নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করা হবে।„ ইসলামী আন্দোলনের সঙ্গে কথা হয়েছে উল্লেখ করে মামুনুল হক বলেন, "আমাদের প্রত্যাশা একসঙ্গেই এগিয়ে যেতে পারবো।"(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৫.০১.২০২৬ নারগীস)

ইসলামী আন্দোলনের অনুপস্থিতিতেই জোটের আসন বণ্টনের ঘোষণা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিজেদের প্রার্থী ঘোষণা করেছে জামায়াতে ইসলামী, বাংলাদেশ খেলাফতে মজলিশসহ ১১ দলের সমন্বয়ে গঠিত ,১১ দলীয় নির্বাচনি ঐক্য,। যদিও এই ঐক্যের অন্যতম শরিক বাংলাদেশ ইসলামী আন্দোলন সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিল না। এছাড়া, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন এবং জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি বা জাগপা জোটে থাকলেও, তাদের আসন এখনো নির্ধারণ করা যায়নি বলেও জানানো হয়েছে। রাজধানীর ইনস্টিটিউশন অফ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স বা আইডিইবি মিলনায়তনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে ১১ দলীয় নির্বাচনি ঐক্যের আসন বণ্টনের ঘোষণা দেন জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের। তিনি জানান, জামায়াতে ইসলামী ১৭৯, জাতীয় নাগরিক পার্টি ৩০, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশ ২০, খেলাফত মজলিশ ১০, এলডিপি ৭, আমার বাংলাদেশ পার্টি ৩, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টি ২ এবং বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম ২টি আসনে নির্বাচন করবে। এই ঘোষণা অনুযায়ী, ১১ দলীয় ঐক্যে থাকা দলগুলোর মধ্যে মোট ২৫৩ আসনে সমঝোতা হয়েছে। বাকি আসনগুলোর বিষয়ে পরবর্তীতে জানানো হবে বলেও উল্লেখ করেন মি. তাহের। ইসলামী আন্দোলন সংবাদ সম্মেলনে কেন অনুপস্থিত সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে জামায়াতের আমির বলেন, "তারা নিজেদের

মধ্যে আরও আলোচনা করছেন, আমরা আশা করছি, তারা আমাদের সঙ্গে থাকবেন। জোট ভাঙে নাই, জোট আছে।„ চূড়ান্ত ঘোষণা দেওয়ার আগে নিজেদের মধ্যে কয়েক দফা বৈঠক করেছে দলগুলো। বৃহস্পতিবার বিকেলেও এক দফা বৈঠক করেন দলগুলোর নেতারা। এছাড়া, আসন বণ্টনের বিষয়ে ইসলামী আন্দোলনের সঙ্গে সমঝোতা করতে কয়েক দফা আলোচনার পরও কোনো সিদ্ধান্ত আসেনি। এদিকে, ১১ দলীয় ঐক্যে থাকা, না থাকাসহ নির্বাচনের বিষয়ে নিজেদের অবস্থান জানাতে বৃহস্পতিবার বিকেলে সংবাদ সম্মেলন ডেকেছে বাংলাদেশ ইসলামী আন্দোলন।
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ১৫.০১.২০২৬ এলিনা)

জাতীয় নির্বাচনের দিনই ভোট হবে পাবনা ১ ও ২ আসনে, হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত

আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি পাবনা-১ ও ২ আসনের নির্বাচন করতে বাধা নেই বলে সিদ্ধান্ত জানিয়েছে হাইকোর্টের আপিল বিভাগ। সীমানা পুনর্নির্ধারণ করে নির্বাচন কমিশনের জারি করা গেজেটের সীমানা অনুযায়ী, এই নির্বাচন হবে বলেও জানানো হয়েছে। এর ফলে সাঁথিয়া উপজেলাকে পাবনা-১ আসন এবং সুজানগর ও বেড়া মিলে পাবনা-২ আসন গণ্য হবে। পাবনা-১ আসন থেকে বেড়া উপজেলার চারটি ইউনিয়ন ও পৌরসভা বাদ দিয়ে পাবনা-২ আসনের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া সংক্রান্ত নির্বাচন কমিশনের (ইসি) গেজেট অবৈধ ঘোষণার রায় স্থগিত করে প্রধান বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগ এই আদেশ দেয়। এর আগে, গত ৫ জানুয়ারি পাবনার-১ ও ২ সংসদীয় আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণ করে ২৪ ডিসেম্বর ইসির জারি করা গেজেট স্থগিত করেছিল আপিল বিভাগ।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৫.০১.২০২৬ নারগীস)

পোস্টাল ব্যালট নিয়ে অনিয়মের বিষয়ে কমিশনের কাছে ব্যাখ্যা চেয়েছে বিএনপি

প্রবাসীদের কাছে পোস্টাল ব্যালট পাঠানোর ক্ষেত্রে যে ভুলভ্রান্তি বা অনিয়ম হয়েছে, নির্বাচন কমিশনের কাছে তার ব্যাখ্যা চেয়েছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বা বিএনপি। বৃহস্পতিবার নির্বাচন ভবনে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে বৈঠক শেষে এসব কথা বলেছেন বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ। তিনি বলেন, নির্বাচন সামনে রেখে যে-সব বিষয়ে বিএনপির উদ্‌বেগ রয়েছে, সেগুলো নির্বাচন কমিশনকে জানানো হয়েছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘনের বিষয়েও কমিশনকে জানানো হয়েছে বলে উল্লেখ করেন মি. আহমদ। তিনি বলেন, "বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের গুরুত্বপূর্ণ নেতারা বিভিন্নভাবে যে সমস্ত বক্তব্য বা বিবৃতি দিচ্ছে এবং সেটার ভিডিও পাওয়া যায়, তাতে নির্বাচনের আচরণবিধি লঙ্ঘন হচ্ছে। কিন্তু, এ ব্যাপারেও আমি দেখছি নির্বাচন কমিশন নির্বিকার।„(বিবিসি ওয়েব পেজ: ১৫.০১.২০২৬ এলিনা)

কার্ডের নামে ভোটারদেরকে প্রতারিত করা হচ্ছে দাবি জামায়াতের

দশ টাকার চাল, ঘরে ঘরে চাকরির কথা বলে বিগত দিনে প্রতারণা হয়েছে, এখনো একই স্টাইলে ফ্যামিলি কার্ড, কৃষি কার্ড, নানা কার্ডের বাহানা দিয়ে ডামি কার্ড বানিয়ে ঘরে ঘরে বিলি করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেছেন জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এ এইচ এম হামিদুর রহমান আযাদ। বৃহস্পতিবার নির্বাচন কমিশনে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে জামায়াতের প্রতিনিধি দলের বৈঠক শেষে এসব কথা বলেন তিনি। মি. আযাদ বলেন, প্রশাসনের কিছু অফিসার বিতর্কিত হয়েছেন কিন্তু যারা অনিয়ম করছে, তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। "নির্বাচন নিয়ে সরকার সুন্দর সুন্দর কথা বলছে, কিন্তু মাঠ পর্যায়ে তার বাস্তবায়ন দেখা যাচ্ছে না„ বলেও মন্তব্য করেন তিনি। ভোট ঘিরে যে-সব অনিয়ম হচ্ছে, তা বন্ধ করতে সরকার ও নির্বাচন কমিশনকে আহ্বান জানিয়েছে জামায়াত। এছাড়া, পোস্টাল ব্যালট নিয়ে জামায়াতের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ এসেছে, সেটি সঠিক নয় বলেও দাবি করেন মি. আযাদ।
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ১৫.০১.২০২৬ এলিনা)

আইন না থাকার কারণেই কি কমছে নারী প্রার্থীর সংখ্যা?

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মোট ৫১টি রাজনৈতিক দল অংশ নিচ্ছে। তবে, এর মধ্যে অন্তত ৩০টি দলই কোনো নারী প্রার্থী মনোনয়ন দেয়নি। এই নির্বাচনে নারী প্রার্থীর সংখ্যা আনুপাতিক হারে মাত্র চার শতাংশ। রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের শর্ত অনুযায়ী, দলীয় পদে নির্দিষ্ট হারে নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার কথা থাকলেও, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য মনোনয়ন দেওয়া নিয়ে কিছু বলা নেই। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আইনি বাধ্যবাধকতা না থাকার কারণেই নারী মনোনয়নকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে না দলগুলো। এতে রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণ ক্রমেই পিছিয়ে পড়ছে। তারা সতর্ক করে বলছেন, রাজনৈতিক দলগুলো এই প্রবণতা অব্যাহত রাখলে, দীর্ঘমেয়াদে এটি দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। বাংলাদেশে এর আগে, জাতীয় নির্বাচন হয় যথাক্রমে ২০০৮, ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালে। এবারের নির্বাচনে দেশের ৩০০ সংসদীয় আসনে ২ হাজার ৫৮২টি মনোনয়ন জমা পড়েছিল। এর মাঝে নারী প্রার্থীর মনোনয়নপত্র ১০৭টি, যা মোট প্রার্থীর তুলনায় ৪ দশমিক ২৬ শতাংশ। মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাইয়ের পর এবার ৩৯ জনের মনোনয়নপত্র বাতিল হয়। শেষমেষ নির্বাচনি প্রতিযোগিতার জন্য এখন পর্যন্ত টিকে আছেন ৬৮ নারী প্রার্থী। আপিলে প্রার্থিতা ফিরে পেয়ে শেষ পর্যন্ত ভোটের লড়াইয়ে মোট কতজন টিকবেন, তা জানা যাবে ২০

জানুয়ারি। তবে, আগের সব রেকর্ডকে ভেঙে দিয়ে ২০২৪ সালের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল ৯৪ জন প্রার্থী, আনুপাতিক হারে যা ছিল প্রায় পাঁচ দশমিক ১৫ শতাংশ। "ওই বছর সব দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেনি। তারপরও এত নারী প্রার্থী ছিল। ২০১৮ সালে এই সংখ্যা আরও বেশি ছিল। এবার বেশিরভাগ দলই অংশগ্রহণ করেছে। তারপরও ইতিহাসের সর্বনিম্ন নারী মনোনয়ন এটি,„ বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন নির্বাচন বিশেষজ্ঞ এবং অন্তর্বর্তী সরকারের নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের সদস্য মোহাম্মদ আব্দুল আলীম।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ-এর এক প্রতিবেদনে ২০০৮ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত নবম, দশম, একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নারীর অংশগ্রহণের হার উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে দেখা গেছে, পুরুষ প্রার্থীদের তুলনায় নবম (২০০৮) নির্বাচনে নারী প্রার্থীদের হার ছিল ৩ দশমিক ৫১ শতাংশ বা ৫৫ জন, দশম (২০১৪) নির্বাচনে ৫ দশমিক ৫৫ শতাংশ বা ৩০ জন এবং একাদশ (২০১৮) নির্বাচনে নারী প্রার্থীর হার ছিল মাত্র দশমিক ৮১ শতাংশ বা ৭৩ জন। ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনসহ উপরে যে মোট পাঁচটি নির্বাচনের কথা বলা হয়েছে, এর মাঝে ২০০৮ সালের নির্বাচনকেই "গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হিসেবে গণ্য করা হয়„ উল্লেখ করে রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক জোবাইদা নাসরিন বলেন, "সেটিতেও অনেক নারী প্রার্থী ছিল। পরের তিন প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচনের একটিতে বিএনপি অংশগ্রহণ করলেও, তখনও আওয়ামী লীগের অনেক নারী প্রার্থী ছিল। সেই তুলনায় এবার অনেকটাই কম।„

আইন ও বাস্তবতার ফাঁক

আইনে একটি রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন পাওয়ার অন্যতম শর্ত হলো দলে ৩০ শতাংশ নারী নেতৃত্ব থাকতে হবে। কিন্তু কত শতাংশকে মনোনয়ন দিতে হবে, তা নিয়ে কিছু বলা নেই। তবে, জাতীয় ঐকমত্য কমিশন প্রণীত জুলাই জাতীয় সনদে বলা হয়েছে, প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে এবারের সংসদীয় নির্বাচনে ন্যূনতম পাঁচ শতাংশ নারী প্রার্থী মনোনয়ন দিতে হবে। পরবর্তী নির্বাচনগুলোতে তা ধাপে ধাপে বাড়িয়ে ৩৩ শতাংশে উন্নীত করতে হবে। কিন্তু জুলাই সনদ যেহেতু এখনো বাস্তবায়িত হয়নি, তাই কার্যত সেই নিয়মও এখন অচল। এ বিষয়ে আব্দুল আলীম বলছিলেন, "বাংলাদেশে দলের পদের ক্ষেত্রে আইন আছে, তবে প্রার্থিতার ক্ষেত্রে নাই। জুলাই সনদে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যে পাঁচ শতাংশ নারীকে মনোনয়ন দিতে হবে। কিন্তু, এটি এখন পর্যন্ত অ্যাপ্রুভড না। গণভোটের পর হয়ত অ্যাপ্রুভ হবে। ২০৩০ সালের মাঝে দলগুলোকে এটিকে বাড়িয়ে ৩৩ শতাংশে বা ১০০ আসনে নিয়ে যেতে হবে।„ অর্থাৎ, চতুর্দশ নির্বাচনে হয়ত দলগুলোর এই নিয়ম মানার বাধ্যবাধকতা থাকবে। এবারের নির্বাচনে নারী প্রার্থী মনোনয়ন দেওয়ার ক্ষেত্রে দেশের অন্যতম বড় দল বিএনপি এগিয়ে থাকলেও, ওই শতাংশের হিসেবে পিছিয়ে আছে। দলটি থেকে নারী প্রার্থী হলো মাত্র ১০ জন। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে নতুন নিবন্ধিত দল বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ-মার্কসবাদী) দলের নয় জন, একমাত্র এই দলটিই তাদের মোট প্রার্থীর এক তৃতীয়াংশ নারী মনোনয়ন দিয়েছে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ধারাবাহিকভাবে নারী প্রার্থী বাড়ানোর বদলে দলগুলো আবারও পুরুষ প্রার্থীকে 'নিরাপদ' বিকল্প হিসেবে দেখছে এবং আইন না থাকার কারণেই এটা সম্ভব হচ্ছে। "অনেক দেশেই এ নিয়ে আইন নাই। পাশাপাশি, অনেক রাজনৈতিক দলও নিজেরা পলিসি ডেভেলপ করে অর্থাৎ, স্বপ্রণোদিত হয়ে কোটা তৈরি করে যে, আমরা হয়ত ২০ বা ৩০ বা ৪০ শতাংশ নারীকে মনোনয়ন দেবো। বাংলাদেশে দুর্ভাগ্যজনকভাবে কোনো দল সে রকম কোনো পলিসি নেয়নি," বলছিলেন নির্বাচন বিশেষজ্ঞ আব্দুল আলীম। প্রার্থিতা দেওয়ার বিষয়টি আইনের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় এক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের কিছু করার সুযোগ নেই উল্লেখ করে তিনি বলেন, কোনো কোনো দেশে প্রার্থিতা নিয়ে আইন আছে। "যেমন, ইন্দোনেশিয়ায় আছে। সেখানে ৩৩ শতাংশ নারীকে মনোনয়ন দিতে হবে। না দিলে ওই দেশের নির্বাচন কমিশন ওই তালিকা ফেরত পাঠায় যে, ওটা সংশোধন করে আনো।„

কেন কমছে নারী মনোনয়ন?

তবে, আইনি বাধ্যবাধকতার বাইরেও আরও কিছু কারণ উঠে এসেছে বিশ্লেষকদের পর্যবেক্ষণে। তারা মনে করছেন, দলগুলোর ভেতরের ক্ষমতার কাঠামো এখনো পুরুষ-নিয়ন্ত্রিত। সেইসাথে, মনোনয়ন বাণিজ্য, নির্বাচনি ব্যয়ের চাপ এবং সহিংস রাজনীতির আশঙ্কা নারীদের জন্য বড় বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। পারিবারিক চাপ ও সামাজিক বাস্তবতাও নারী প্রার্থীদের নিরুৎসাহিত করছে। শুধু ব্যক্তিগত সক্ষমতা নয়, পুরো রাজনৈতিক পরিবেশটাই নারীদের জন্য এখনো প্রতিকূল মনে করছেন তারা। এ বিষয়ে আব্দুল আলীম বলছিলেন, "রাজনৈতিক দলগুলো যে-কোনো মূল্যে জিততে চায় বলেই নারী প্রার্থী দেয়নি। তারা চিন্তা করে, কোন প্রার্থীর জেতার সম্ভাবনা আছে এবং বাংলাদেশের যে সংস্কৃতি, নারীরা সেখানে জিততে পারবে না এবং নারীদের টাকা-পয়সাও কম আছে।„ তবে, বাংলাদেশের এই মুহূর্তের সবচেয়ে বড় দল বিএনপির এত কম সংখ্যক নারীর মনোনয়ন দেওয়া নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন বিশ্লেষকরা। জোবাইদা নাসরিন এ বিষয়ে বলেন, "বিএনপি মনে করছে, মাঠের রাজনীতিতে এখন শক্তিশালী দল বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী এবং নির্বাচনে তাদের কোনো নারী প্রার্থী নেই। যখন জামায়াতে ইসলামীর বিপরীতে নারী প্রার্থী দেওয়া হবে,

তখন আসলে ধর্মের ব্যবহার চলে আসবে। তাই সেই আসনে ওই নারীর হেরে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। এটাই বাস্তবতা।„

এছাড়া, তৎকালীন সরকারের "মামলা, গ্রেফতার, দমননীতির„ কারণে গত ১৫ বছর ধরে মাঠের রাজনীতিতে বিএনপির নারী কর্মী আস্তে আস্তে কমে গিয়েছিল বলে তার ধারণা। "এছাড়া, বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারী বিদ্বেষী আবহাওয়া বিরাজ করছে। যারা নমিনেশন পেয়েছেন, দেখা যাচ্ছে যে, তারা কোনো না কোনো নেতার স্ত্রী বা আত্মীয়। অর্থাৎ, মাঠের ত্যাগী নারী খুব কম। এখানেও পুরুষতান্ত্রিক ধারা অবলম্বন করা হয়েছে,„ যোগ করেন তিনি। "আওয়ামী লীগের সময়ও এই ধরনের পুরুষতান্ত্রিক ধারা ছিল, কিন্তু মাঠের নারীদেরও নমিনেশন দেওয়া হয়েছে তখন,„ যোগ করে তিনি আরও বলেন, এবার আওয়ামী লীগ ও ১৪ দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার কারণও নারী প্রার্থীদের মনোনয়নে প্রভাব ফেলেছে। তবে, জোবাইদা নাসরিন আরও মনে করেন, মনোনয়নকে আলাদা করে দেখার সুযোগ নেই। এখানে মতাদর্শকে কৌশলের আঙ্গিকে উপস্থাপন করে নারীকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এসময় তিনি গত দেড় বছরে অন্তর্বর্তী সরকারের কার্যক্রম ও নারী ইস্যুতে রাজনৈতিক দলগুলোর নীরবতার কথা উল্লেখ করে বলেন, "গত দেড় বছর ধরে রাজনৈতিক দলগুলো নারী বিদ্বেষী বক্তব্য দিয়েছে, বেগম রোকেয়ার ছবিকে অবমাননা করা হয়েছে, নারী সংস্কার কমিশনকে জামায়াতে ইসলামী প্রকাশ্যে গালাগাল দিয়েছে। তখন কোনো দল তার প্রতিবাদ করেনি। বরং, নারী সংস্কার কমিশনকে গালাগালি দেওয়ার সময় এনসিপি উপস্থিত ছিল।„ "পুরো দেড় বছর ধরে প্রধান উপদেষ্টা যখন রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে বা সংস্কার নিয়ে মিটিং করেছেন, তখন নারীদেরকে বাদ দিয়ে করেছেন। আমরা যত ছবি দেখেছি, তা নারী বিবর্জিত। নারী বিষয়ক সিদ্ধান্তেও নারী ছিল না। এটি নারী বিদ্বেষের ক্ষেত্রে উপাদান ছড়িয়েছে।„ তাই, "বিষয়টি এমন না যে, হঠাৎ করে নারীর মনোনয়ন কম। পুরো দেড় বছর ধরে নারীবিহীন রাজনীতির সংস্কৃতি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে চর্চিত হয়েছে। এটি তার মনোনয়ন।„

এর প্রভাব কী হতে পারে

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার এবং ভোটারের অর্ধেক নারী। নির্বাচনে তাদের অংশগ্রহণ বাদ দিতে দেশকে এগিয়ে নেওয়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার, বলছেন বিশ্লেষকরা। কারণ, নারী প্রার্থী কমে যাওয়া মানে বাংলাদেশের গণতন্ত্রের কাঠামোগত সংকটেরই প্রতিফলন। সিদ্ধান্ত গ্রহণের জায়গায় নারীরা না থাকলে নীতি প্রণয়নেও তার প্রভাব পড়বে। আব্দুল আলীম বলেন, "তাদেরকে বাদ দিলে পলিসি ডেভেলপমেন্ট, উন্নয়ন ও নীতি-নির্ধারণ, আইন প্রণয়নে নারীরা বাদ যেতে পারে। তাই, আরও বেশি নমিনেশন দরকার ছিল।„ নারী প্রার্থী কমে গেলে সংসদে নারীদের কণ্ঠ আরও দুর্বল হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এর প্রভাব পড়তে পারে নারী ও শিশু বিষয়ক নীতি, সামাজিক নিরাপত্তা এবং সমতার প্রশ্নে। বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করছেন, এ ধারা চলতে থাকলে রাজনীতিতে নতুন প্রজন্মের নারীরা আগ্রহ হারাতে পারেন, যা দীর্ঘমেয়াদে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য ক্ষতিকর। "যে-সব তরুণ নারী নির্বাচনে আসতে চায়, তাদের আগ্রহে ভাটা পড়বে। তারা ভাববে, আমাদের নমিনেশন দেয় না, পদ দেয় না, কেন আমরা নির্বাচন করবো?„ বলেন মি. আলীম। জুলাই আন্দোলনে নারীদেরও সমান অংশগ্রহণ থাকলেও নির্বাচনে তা সেখা যাচ্ছে না জানিয়ে জোবাইদা নাসরিন বলেন, "একটা দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে যদি বাদ দেওয়া হয়, দূরে রাখা হয়, তাহলে সেই রাষ্ট্রের গণতন্ত্র কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে না।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৫.০১.২০২৬ আলী আহমেদ)

বাংলাদেশসহ যে ৭৫টি দেশের অভিবাসন ভিসার কাজ স্থগিত করলো ট্রাম্প প্রশাসন

বাংলাদেশসহ ৭৫টি দেশের অভিবাসীদের জন্য অনির্দিষ্টকালের জন্য অভিবাসন ভিসা প্রক্রিয়াকরণ স্থগিত করছে ট্রাম্প প্রশাসন। এর ফলে, যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের বৈধ পথগুলো আরও সীমিত হয়ে যাচ্ছে। বুধবার যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতর জানায়, যারা কল্যাণমূলক ও সরকারি সুবিধা নেওয়ার মাধ্যমে আমেরিকার জনগণের কাছ থেকে সম্পদ লুফে নিতে চায়, তাদের পদ্ধতিগত 'অপব্যবহারের ইতি' টানতে চায় প্রশাসন। ২১ জানুয়ারি থেকে এই আদেশ কার্যকর হবে। ক্ষমতায় ফিরে আসার পর থেকেই প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধ ও বৈধ- উভয় ধরনের প্রবেশ সীমিত করার চেষ্টা করে আসছেন। এরই মধ্যে তার প্রশাসন ব্রাজিল, ইরান, রাশিয়া ও সোমালিয়ার নাগরিকদের জন্য অভিবাসী ভিসা প্রক্রিয়াকরণ স্থগিত করেছে। এবার যে ৭৫টি দেশের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে, তার মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশ ছাড়াও পাকিস্তান, আফগানিস্তান, নেপাল ও ভুটানও রয়েছে। আরো রয়েছে- আলবেনিয়া, আলজেরিয়া, অ্যান্টিগুয়া ও বারবুডা, আর্মেনিয়া, আজারবাইজান, বাহামা, বার্বাডোস, বেলারুশ, বেলিজ, বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা, ব্রাজিল, বার্মা, কম্বোডিয়া, ক্যামেরুন, কেপ ভার্দে, কলম্বিয়া, আইভরি কোস্ট, কিউবা, গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র, ডোমিনিকা, মিশর, ইরিত্রিয়া, ইথিওপিয়া, ফিজি, গাম্বিয়া, জর্জিয়া, ঘানা, গ্রেনাডা, গুয়াতেমালা, গিনি, হাইতি, ইরান, ইরাক, জ্যামাইকা, জর্ডান, কাজাখস্তান, কসোভো, কুয়েত, কিরগিজ প্রজাতন্ত্র, লাওস, লেবানন, লাইবেরিয়া, লিবিয়া, মলদোভা, মঙ্গোলিয়া, মন্টিনিগ্রো, মরক্কো, নিকারাগুয়া, নাইজেরিয়া, উত্তর ম্যাসেডোনিয়া। কঙ্গো প্রজাতন্ত্র, রাশিয়া, রুয়ান্ডা, সেন্ট কিটস ও নেভিস, সেন্ট লুসিয়া, সেন্ট ভিনসেন্ট ও গ্রেনাডাইনস, সেনেগাল, সিয়েরা লিওন,

সোমালিয়া, দক্ষিণ সুদান, সুদান, সিরিয়া, তানজানিয়া, থাইল্যান্ড, টোগো, তিউনিসিয়া, উগান্ডা, উরুগুয়ে, উজবেকিস্তান ও ইয়েমেন।

যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের প্রধান উপ-মুখপাত্র টমি পিগট বলেন, "স্টেট ডিপার্টমেন্ট তার দীর্ঘদিনের ক্ষমতা ব্যবহার করে এমন সম্ভাব্য অভিবাসীদের অযোগ্য ঘোষণা করবে, যারা যুক্তরাষ্ট্রের ওপর সরকারি সহায়তার বোঝা হয়ে দাঁড়াবে এবং মার্কিন জনগণের উদারতার অপব্যবহার করবে।„ পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিওর নেতৃত্বাধীন বিভাগটি তাদের প্রক্রিয়া পুনর্মূল্যায়নের সময় ভিসা প্রক্রিয়াকরণ স্থগিত রাখবে, যাতে "এমন বিদেশি নাগরিকদের প্রবেশ রোধ করা যায়, যারা কল্যাণভাতা ও সরকারি সুবিধা গ্রহণ করবে,„ যোগ করেন পিগট। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, স্টেট ডিপার্টমেন্ট কনস্যুলার কর্মকর্তাদের সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর অভিবাসী ভিসা আবেদন স্থগিত রাখার নির্দেশ দিয়েছে। তবে, এই স্থগিতাদেশ অ-অভিবাসী, অস্থায়ী পর্যটক কিংবা ব্যবসায়িক ভিসার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

সম্প্রতি, রাশিয়া, ইরান, আফগানিস্তান ও আফ্রিকাসহ আরও যে-সব দেশকে ট্রাম্প জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি হিসেবে বিবেচনা করেছেন, সেসব দেশ থেকে অভিবাসনের ওপর স্টেট ডিপার্টমেন্ট আরও কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। গত নভেম্বরে আফগানিস্তান থেকে আসা এক অভিবাসীর বিরুদ্ধে ওয়াশিংটন ডিসিতে ন্যাশনাল গার্ডের দুই সদস্যকে গুলির ঘটনায় অভিযোগ দায়েরের পর প্রশাসন ১৯টি দেশের নাগরিকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ বা সীমিত করে। ডিসেম্বরে, এই ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা আরও পাঁচটি দেশের নাগরিক এবং ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের ইস্যু করা নথিতে ভ্রমণকারীদের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হয়। নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা প্রাথমিক ১৯টি দেশের অভিবাসীদের জন্য আশ্রয় আবেদন, নাগরিকত্ব প্রক্রিয়া এবং গ্রিন কার্ড আবেদনও স্থগিত রাখা হয়েছে।

যে-সব ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম

মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট জানিয়েছে, যে-সব দেশের নাম তালিকায় আছে, সেগুলোর নাগরিকরা অভিবাসী ভিসার আবেদন জমা দিতে এবং সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগ আবেদনকারীদের অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য সময়সূচিও নির্ধারণ করবে। তবে, এই বিরতির সময়কালে এই নাগরিকদের কোনো অভিবাসী ভিসা জারি করা হবে না। তালিকাভুক্ত নয়, এমন কোনো দেশের বৈধ পাসপোর্টসহ আবেদনকারী দ্বৈত নাগরিকরা এই বিরতির আওতা থেকে মুক্ত থাকবেন। এই নির্দেশনার অংশ হিসাবে কোনো অভিবাসী ভিসা বাতিল করা হয়নি বলেও জানায় স্টেট ডিপার্টমেন্ট।

চালু হচ্ছে ১৫ হাজার ডলার পর্যন্ত জামানতও

এর আগে, কয়েকটি দেশের নাগরিকদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশে, ব্যবসায়ী বা পর্যটক হিসেবে আবেদনের ক্ষেত্রে মোটা অঙ্কের বাড়তি জামানত নেওয়ার ঘোষণা দেয় ট্রাম্প প্রশাসন। সে সময় জামানতের পরিমাণ ৫ থেকে সর্বোচ্চ ১৫ হাজার ডলার নির্ধারণ করা হয়। দুই দফায় প্রকাশিত হয় সেই তালিকা। ভিসা বন্ডের শর্তযুক্ত দেশগুলোর তালিকায় প্রথমে ছিল সাতটি দেশ। কিন্তু সাতদিন যেতে না যেতেই গত ৬ জানুয়ারি সেই তালিকা প্রায় চার গুণ বাড়িয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন, যেখানে যুক্ত হয় বাংলাদেশের নামও। বাংলাদেশসহ অন্য দেশগুলোর ক্ষেত্রে এটি চালু হবে আগামী ২১ জানুয়ারি থেকে। যারা পর্যটক বা ব্যবসায়ী হিসেবে ভিসার আবেদন করবেন, তাদের ক্ষেত্রে এই নতুন নিয়ম প্রযোজ্য হবে। বাংলাদেশ ছাড়া এই তালিকায় আরও আছে আলজেরিয়া, এঙ্গোলা, এন্টিগুয়া এন্ড বারবুডা, বেনিন, ভুটান, বতসোয়ানা, বুরুন্ডি, কাবো ভারডে, মধ্য আফ্রিকা রিপাবলিক, কোতে ডি'ভর, কিউবা, জিবুতি, ডমিনিকা, ফিজি, গেবন, গাম্বিয়া, গিনিয়া, গিনিয়া, বিসাউ, কিরগিজস্তান, মালাউই, মরিতানিয়া, নামিবিয়া, নেপাল, নাইজেরিয়া, সাও তোমে এন্ড প্রিন্সিপি, সেনেগাল, তাজিকিস্তান, তানজানিয়া, টোগো, টোঙ্গা, তুর্কেমেনিস্তান, তুভালু, উগান্ডা, ভানুয়াতু, ভেনেজুয়েলা, জাম্বিয়া, জিম্বাবুয়ে।

যুক্তরাষ্ট্রে সব ধরনের আশ্রয় আবেদনের সিদ্ধান্ত স্থগিত

দেশটিতে সব ধরনের আশ্রয় আবেদনের সিদ্ধান্তও স্থগিত করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। ওয়াশিংটন ডিসিতে দুইজন ন্যাশনাল গার্ড সদস্যকে গুলি করার ঘটনায় গত নভেম্বরে ট্রাম্প প্রশাসন এই সিদ্ধান্ত নেয়। এর ফলে, কোনো আবেদন সম্পর্কে অনুমোদন, বাতিল বা বন্ধ করা জাতীয় কোনো রকম সিদ্ধান্ত দেওয়া হবে না। ওই সময় এক্স-এ প্রকাশিত এক পোস্টে যুক্তরাষ্ট্রের সিটিজেনশিপ অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস (ইউএসসিআইএস)-এর পরিচালক জোসেফ এডলো বলেছিলেন, এই বিরতি চলবে "যতক্ষণ না আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে, প্রতিটি বিদেশি সর্বোচ্চ মাত্রায় যাচাই ও পরীক্ষা সম্পন্ন করেছে।„ যুক্তরাষ্ট্রে সব "তৃতীয় বিশ্বের দেশ„ থেকে অভিবাসন "স্থায়ীভাবে স্থগিত,„ প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পক্ষ থেকে এই বক্তব্য আসার কয়েক ঘণ্টা পর এই ঘোষণা আসে। মার্কিন হোমল্যান্ড সিকিউরিটির একটি দপ্তর ইউএসসিআইএস-এর কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়, তারা যেন কোনো আশ্রয় আবেদন অনুমোদন, প্রত্যাখ্যান বা বন্ধ না করেন। সিবিএস নিউজের প্রতিবেদনে বলা হয়, কর্মকর্তারা আবেদন প্রক্রিয়ার কাজ চালিয়ে যেতে পারবেন, তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর্যায়ে পৌঁছালে থামতে হবে। নির্দেশনায় বলা হয়, "একবার সিদ্ধান্তের পর্যায়ে পৌঁছালে থামুন ও স্থগিত রাখুন।„(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৫.০১.২০২৬ আলী আহমেদ)

অনিশ্চয়তায় জামায়াতের জোট, ভেতরে অবিশ্বাস

চরমোনাই পীরের ইসলামী আন্দোলনসহ দুটি দলের সঙ্গে জামায়াতে ইসলামীর টানাপড়েন তৈরি হওয়ায় অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে তাদের ১১ দলীয় জোট। জামায়াতকে নিয়ে 'অবিশ্বাস' আর 'সন্দেহের' কথা এসেছে এই জোটে। ইসলামী আন্দোলনের নেতারা আলাদা জোট গঠনের ইঙ্গিতও দিচ্ছেন। এই দলগুলো দু-দিন ধরে দফায় দফায় বৈঠক করেও সমাধানে আসতে পারেনি। আসন সমঝোতার চূড়ান্ত অবস্থান জানাতে আগের নির্ধারিত সংবাদ সম্মেলনও স্থগিত করতে হয়েছে। এমন পটভূমিতে ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের জন্য আসন সমঝোতার ইস্যুতে জামায়াতের নেতৃত্বাধীন জোট শেষপর্যন্ত ভেঙে যাবে, নাকি টিকে থাকবে, এ নিয়ে চলছে নানা আলোচনা। এই জোটে কেন এমন পরিস্থিতি তৈরি হলো, তাদের সংকট কোথায়- এসব প্রশ্নও রয়েছে আলোচনায়। যদিও জামায়াত নেতারা বলছেন, শেষমুহূর্ত পর্যন্ত আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করে জোট টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু, যখন অবিশ্বাস বা সন্দেহ তৈরি হয়, তখন সংকট গভীরে চলে গেছে বলে মনে করেন বিশ্লেষকেরা।

'ওয়ান বক্স পলিসি' অর্থাৎ ইসলামী দলগুলোর এক বাক্সে ভোট- এই স্লোগান নিয়ে জামায়াত, ইসলামী আন্দোলনসহ আটটি ইসলামী দল আসন সমঝোতার মোর্চা গঠন করে যাত্রা শুরু করেছিল নয় মাস আগে। নির্বাচনের আগে, জুলাই সনদ ও সংস্কার বাস্তবায়নের দাবিতে আন্দোলনেও নেমেছিল ওই মোর্চা। তবে নির্বাচনের তফশিল ঘোষণা হলে আন্দোলন থেকে সরে এসে তারা তৎপর হয় আসন সমঝোতায়। এরই মধ্যে সরাসরি ধর্মভিত্তিক দল নয়, এমন তিনটি দল আসন ভাগাভাগিতে যোগ দিলে মোর্চাটিকে ১১ দলের আসন সমঝোতার জোটে রূপ দেওয়ার তৎপরতা শুরু হয়। তখন ইসলামী দলগুলোর এক বাক্সে ভোট- এই স্লোগান সেভাবে সামনে আনা হয়নি। অবশ্য ১১ দলের এই ঐক্য আসলে একটি জোট, নাকি আসন ভাগাভাগির একটি প্ল্যাটফর্ম, তাদের ভেতরেই এমন প্রশ্নও উঠেছে। এখন সেই ১১ দলের আসন সমঝোতা নিয়েই বিভেদ বেড়েছে, সংকটে পড়েছে তাদের ঐক্য।

বিভেদের মূলে রয়েছে আসন বণ্টন নিয়ে জামায়াতকে ঘিরে শরিকদের অসন্তোষ। প্রথমে যে দলটি ইসলামী দলগুলোর ভোট এক বাক্সে আনার স্লোগান দিয়েছিল, সেই ইসলামী আন্দোলন তাদের ক্ষোভ প্রকাশ্যে এনেছে। দলটির নেতারা বলছেন, ১১ দলের আসন ভাগাভাগিতে তাদের দাবি ছিল ১০০ আসন। ঐক্যের স্বার্থে তারা আগের দাবি থেকে সরে এসে অন্তত ৫০টি আসন চেয়েছিলেন। কিন্তু তাদের ৪০টির বেশি আসনে ছাড় দিতে রাজি নয় জামায়াত। এছাড়াও, চরমোনাই ইউনিয়ন নিয়ে বরিশাল-৫ নির্বাচনি এলাকায় ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম ভিত্তি। সেখানে প্রার্থী দলটির দ্বিতীয় শীর্ষ নেতা সৈয়দ মুহাম্মদ ফয়জুল করীম। বরিশালের ওই আসনেও ছাড় না দিয়ে জামায়াত প্রার্থী রেখেছে। ফলে ক্ষুব্ধ হয়েছে ইসলামী আন্দোলন। দলটির নেতারা বলছেন, আসন নিয়ে তাদের 'অপমান', 'অবহেলা' করা হচ্ছে বলে তারা মনে করছেন। আরেকটি দল মামুনুল হকের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশ ২০টি থেকে ২৫টি আসন চেয়েছে। তাদের জামায়াত ছাড় দিয়েছে ১৩টি আসনে। ফলে এই খেলাফত মজলিশও অসন্তুষ্ট। এই দুই দলই শুধু নয়, আমার বাংলাদেশ বা এবি পার্টিসহ আরও কয়েকটি দলও অসন্তুষ্ট আসন ভাগাভাগি নিয়ে। শেষ পর্যন্ত প্রত্যাশিত আসনে ছাড় না পেলে ১১ দলীয় জোট থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন ইসলামী আন্দোলনের একাধিক নেতা। তাদের সঙ্গে আরো দু-একটি দল যেতে পারে।

বিভেদের পেছনে আসন ভাগাভাগিই একমাত্র কারণ?

শুরুতে ইসলামী দলগুলোর একটি ভোট বাক্সের স্লোগান দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু ধর্মভিত্তিক সব দল তাতে সাড়া দেয়নি। বিশ্লেষকেরা মনে করেন, মোর্চাটিকে যেহেতু নির্বাচনি আসন সমঝোতার জোটে রূপ দেওয়া হচ্ছে, ফলে সেখানে বিভেদ বা সংকটের পেছনে আসন বণ্টনের বিষয়টিই বড় কারণ। তারা এ-ও উল্লেখ করছেন, ধর্মভিত্তিক দলগুলোর স্ব স্ব রাজনৈতিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় থেকেও তাদের নির্বাচনি জোটে সংকট বেড়েছে। তবে ইসলামী আন্দোলনসহ কয়েকটি দলের নেতাদের সঙ্গে কথা বলে মনে হয়েছে, জামায়াতে ইসলামীকে নিয়ে তাদের 'অবিশ্বাস', 'সন্দেহ' তৈরি হয়েছে। এর পেছনে ওই দলগুলো কিছু ঘটনাকেও উদাহরণ হিসেবে টেনে আনছেন। বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে জামায়াতের আমির শফিকুর রহমানের এককভাবে বৈঠককে মেনে নিতে পারেনি ইসলামী আন্দোলনসহ কয়েকটি দল। যদিও বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোক জানাতে গিয়ে জামায়াত নেতা সেই বৈঠকটি করেছিলেন। কিন্তু, বৈঠকে জামায়াতের আমির নির্বাচনের পরে সরকার গঠনের আগে বিএনপি নেতার সঙ্গে আলোচনা করতে চেয়েছেন এবং রাজনীতি নিয়ে কথা বলেছেন। যা জামায়াতের সঙ্গে থাকা ইসলামী অন্য দলগুলোকে ক্ষুব্ধ করেছে বলে ধারণা পাওয়া যায়। এছাড়া, সরাসরি ধর্মভিত্তিক দল নয়, যেমন জাতীয় নাগরিক পার্টি বা এনসিপি, অলি আহমদের নেতৃত্বাধীন এলডিপি এবং এবি পার্টিকে আসন সমঝোতায় শরিক করা হয়েছে। এই তিনটি দলকে যুক্ত করা এবং আসন সমঝোতা করার ক্ষেত্রে জামায়াত তাদের মোর্চা বা জোটের অন্য দলগুলোর সঙ্গে সে ব্যাপারে কোনো আলোচনা করেনি বলে অভিযোগ রয়েছে।

ঐক্যের কথা বললেও জামায়াত অনেক ক্ষেত্রে তাদের দলীয় স্বার্থে এককভাবে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, যেটা জোটের অন্যদের ক্ষুব্ধ করছে বলে বলছেন ইসলামী আন্দোলনসহ কয়েকটি দলের নেতারা। ইসলামী আন্দোলনের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব

গাজী আতাউর রহমান বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, "জামায়াত একেবারে বিএনপি-আওয়ামী লীগের মতো আচরণ করছে। জামায়াতই অন্য দলগুলোকে আসনে ছাড় দিচ্ছে, এমন একটা মনোভাব তাদের।„ মি. রহমান এটাও বলেন, "আসন সমঝোতার কথা বলা হচ্ছে যে-সব আসনে, সেগুলোতেই জামায়াত তাদের প্রার্থী রেখে নির্বাচনি প্রচারণা চালাচ্ছে। তারা আসলে অন্য দলগুলোকে অবহেলা করছে, অপমান করছে।„ জামায়াতের নেতৃত্বাধীন জোটের নেতাদেরও একই রকম অভিযোগ রয়েছে। তাদেরও অবিশ্বাস, সন্দেহ তৈরি হয়েছে জামায়াতকে নিয়ে।

সংকট কতটা গভীরে

আসন ভাগাভাগিতে জামায়াতের ভূমিকা নিয়ে জোটের অন্য দলগুলোর অসন্তোষ রয়েছে। জোটের কোনো কোনো দল মনে করছে, একদিকে আসন সমঝোতায় অস্পষ্টতা রয়েছে, অন্যদিকে ঐক্যের রাজনৈতিক কোনো নীতিমালা ঠিক করা হয়নি। এবি পার্টির চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মঞ্জু বিবিসি বাংলাকে বলেন, ১১ দলের আসন সমঝোতার বিষয়ে এখনো বেশ কিছু অস্পষ্টতা রয়ে গেছে। দলগুলোর ঐকমত্যের ভিত্তিতে সমঝোতার সুনির্দিষ্ট একটি 'রাজনৈতিক স্মারক' নির্ধারণ করা দরকার ছিল, যা এখনো হয়নি। তিনি এ-ও উল্লেখ করেন, দলগুলোর একত্রে এখন পর্যন্ত কোনো বৈঠকও হয়নি। আসন সমঝোতার ক্ষেত্রে দলীয় অবস্থান, সমর্থন ও নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার সক্ষমতার পাশাপাশি সংসদে দক্ষতা ও যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা ছিল। সেক্ষেত্রেও দলগুলোর অসন্তোষ রয়ে গেছে। জামায়াতকে নিয়ে ইসলামী আন্দোলনসহ কয়েকটি দলের সন্দেহ, আস্থার সংকট তৈরি হয়েছে। ফলে সংকটটা গভীর বলেই মনে করেন বিশ্লেষকেরা। তারা বলছেন, ধর্মীয় নেতা বা পীরকেন্দ্রিক দল এবং কওমি মাদ্রাসাভিত্তিক দলগুলোর সঙ্গে অতীতে জামায়াতের তেমন ভালো সম্পর্ক ছিল না। এই দলগুলোর সম্পর্কের পরিবর্তন দেখা যায় জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগের শাসনের পতনের পর। জামায়াত ও অন্য ধর্মভিত্তিক দলগুলোও তৎপর হয়েছিল তাদের সম্পর্কের টানাপড়েন দূর করতে। সেই তৎপরতার প্রেক্ষাপটেই আসন সমঝোতার ১১ দলীয় জোট টিকিয়ে রাখার চেষ্টা দেখা যাচ্ছে। ধর্ম বিষয়ে লেখক ও বিশ্লেষক শরীফ মুহাম্মদ বিবিসি বাংলাকে বলেন, আকিদা এবং ধর্মীয় তাত্ত্বিক অনেক বিষয়ে ওই দলগুলোর মধ্যে মতপার্থক্য আছে। এরপরও তাদের ঐক্যের চেষ্টা ছিল। তবে, এখন আসলে ঐক্য গভীর সংকটে পড়েছে বলেই বিশ্লেষকেরা মনে করছেন। ১১ দলের আসন সমঝোতার জোট টিকিয়ে রাখার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। এ ব্যাপারে জামায়াতে ইসলামী ও খেলাফত মজলিশের দুই অংশই বেশ তৎপর রয়েছে। দু-দিন ধরে দলগুলোর শীর্ষ পর্যায়ের নেতাদের নিয়ে দফায় দফায় বৈঠক করা হচ্ছে। জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির সৈয়দ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের বিবিসিকে বলেন, আসন সমঝোতা নিয়ে কিছুটা সমস্যা হয়েছে। সেগুলো নিয়ে আলোচনা চলমান। আলোচনার মাধ্যমেই সমস্যার সমাধান হবে এবং তাদের ঐক্য বহাল থাকবে বলে তারা বিশ্বাস করেন।

নির্বাচন কমিশনের তফশিল অনুযায়ী, প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ দিন ২০ জানুয়ারি। এই সময়ের আগেই সব দল ও জোটকে তাদের আসন ভাগাভাগি বা সমঝোতার প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে। বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশের আমির মামুনুল হক বিবিসিকে বলেছেন, তারা ১১ দলের নির্বাচনি সমঝোতার জোট টিকিয়ে রাখতে জোর চেষ্টা চালাচ্ছেন। দু-একদিনের মধ্যেই সমাধান হবে বলে তারা আশা করছেন। দলটির মহাসচিব জালালুদ্দীন আহমদও একই মন্তব্য করেছেন। তবে, ওই জোট থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিতই দিচ্ছে ইসলামী আন্দোলন। এরই মধ্যে তারা তাদের সারা দেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গেও কথা বলেছে। দলটির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব গাজী আতাউর রহমান বিবিসিকে জানান, তাদের সারাদেশের নেতা-কর্মীরা জামায়াতের কাছে অপমান, অবহেলার শিকার হচ্ছেন। ফলে তাদের তৃণমূল ক্ষুব্ধ। ইসলামী আন্দোলনের এই নেতা বলেন, "আমরা আমাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো অবস্থায় তো আমরা আছি। এখানে কেউ যদি আমাদের প্রতি কোনো অবিচার করে বা কেউ যদি অসম্মান করে, অবহেলা করে, তাহলে সেটাকে আমরা স্বাভাবিকভাবে তো নিতে পারি না। আত্মসম্মানবোধ তো সবারই আছে। তাই না?„

এই বক্তব্যে ভিন্ন চিন্তার ইঙ্গিত আছে বলে বিশ্লেষকদের অনেকে মনে করেন। শেষ পর্যন্ত ১১ দলের ঐক্য টিকবে কি না, তা দু-একদিনের মধ্যে স্পষ্ট হবে বলে বলা হচ্ছে। বিশ্লেষক শরীফ মুহাম্মদ বলছেন, এই জোট টিকিয়ে রাখার জোর চেষ্টা আছে। তবে অবিশ্বাস, সন্দেহ তৈরি হয়েছে, একটা ফাটল ধরেছে। যদি জোট টিকে যায়, এরপরও ঐক্যে আন্তরিকতা ও আস্থা কতটা থাকবে সেই সন্দেহ রয়েছে।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৫.০১.২০২৬ আলী আহমেদ)

দাবি আদায়ে বারবার সড়ক অবরোধের প্রবণতা, দায় কার?

ঢাকা আজিমপুরের বাসিন্দা সৈয়দ আবিদ হুসাইন সামি একজন গণমাধ্যমকর্মী। বুধবার অফিসিয়াল কাজে তার ঢাকার বাইরে যাওয়ার কথা ছিল। স্বাভাবিক সময়ে বাসা থেকে অফিসে যাওয়ার সময় হিসেব করেই বেরিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু বিপত্তি বাধে শাহবাগ মোড়ে এসে। তার ভাষ্যমতে, আড়াই ঘণ্টা কেবল ওই মোড়েই দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। কারণ, সড়ক অবরোধ। সাত কলেজের জন্য প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশ জারি ও সহপাঠী সাকিবুল হত্যার বিচার দাবিতে গতকাল ঢাকার অন্তত পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ সড়কে আন্দোলনে নামেন শিক্ষার্থীরা। এতে পুরো শহর প্রায় অচল হয়ে পড়ে। স্থবির হয়ে যায় জনজীবন। সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া বেশ কিছু ভিডিওতে সড়কে আন্দোলনকারীদের

সাথে বাগ্‌বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়তে দেখা যায় আটকে পড়া বাস ও মোটরসাইকেল চালকসহ ভুক্তভোগী যাত্রীদের। "আমি নিজে অন্তত ২০টা অ্যাম্বুলেন্স দেখেছি, যেগুলো সাইরেন বাজাচ্ছে, কিন্তু কোনোদিকে যাওয়ার উপায় নেই," বলছিলেন মি. সামি। দাবি আদায় না হলে আজও সড়ক অবরোধের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা।

পর্যবেক্ষকদের মতে, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দাবি আদায়ের জন্য সড়ক অবরোধের ঘটনা নতুন নয়। তবে অন্তর্বর্তী সরকারের সময় সেই প্রবণতা অনেক বেশি দেখা গেছে। এক্ষেত্রে সরকারের উদাসীনতার দিকেই আঙুল তুলছেন তারা। বলছেন, নিজেদের দাবি-দাওয়ার বিষয়ে বিভিন্ন উপায়ে সরকারের সাথে যোগাযোগ করা হলেও, সড়কে নামার আগ পর্যন্ত সেদিকে কর্ণপাত করে না কর্তৃপক্ষ। ফলে, আন্দোলনকারীরা একেই বেছে নেয় দাবি আদায়ের মোক্ষম উপায় হিসেবে। আর ঢাকার মতো একটি জনবহুল শহরের জন্য যেখানে ২০ থেকে ২৫ শতাংশ সড়ক থাকা স্বাভাবিক, সেখানে এর পরিমাণ মাত্র সাড়ে সাত শতাংশ বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। ফলে, আন্দোলন ছাড়াও কোনো কারণে শহরের একটি অংশ বন্ধ হয়ে গেলে, অচল হয়ে পড়ে পুরো শহর। এদিকে, জনভোগান্তি কমাতে নিরাপত্তা বাহিনীকে বিভিন্ন সময় কঠোর হতে দেখা গেলেও, সেক্ষেত্রে পক্ষপাতের অভিযোগ তুলেছেন কেউ কেউ। যদিও পুলিশ প্রশাসনের দাবি, সর্বোচ্চ সংযমের পরও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না এলে নিয়ম অনুসরণ করে কঠোর পদক্ষেপ নেন তারা।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অনেক আগে থেকেই দাবি-দাওয়া আদায়ে সড়কে নামেন আন্দোলনকারী বা বিক্ষোভকারীরা। তবে, অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদে এদিক দিয়ে রেকর্ড করেছে। এই সরকার শপথ নেওয়ার পর থেকে এক বছরে ঢাকা ও এর আশেপাশে ১ হাজার ৬০৪টি সড়ক অবরোধের ঘটনা ঘটেছে বলে গত বছরের ৩১ আগস্ট গণমাধ্যমকে জানিয়েছিলেন স্বরাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। বলার অপেক্ষা রাখে না, পরবর্তী পাঁচ মাসে এই সংখ্যা আরও বেড়েছে। বুধবার সড়ক অবরোধের সময় একটি ভিডিওতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে কয়েকজনকে মোবাইলে লুডু খেলতে দেখা যায়। একই সময় সব আটকে থাকায় উত্তেজিত ভুক্তভোগীদের সাথে তর্কে জড়ায় আরেকটি পক্ষ। নগর বিশেষজ্ঞদের মতে, জনসাধারণের অনুপাতে ঢাকায় গড়ে ওঠেনি যথেষ্ট পরিকল্পিত সড়ক। ফলে, দুর্ঘটনা কিংবা জরুরি পরিস্থিতির কারণে একটি সড়ক বন্ধ থাকলে, তার প্রভাব পড়ে পুরো শহরে।

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) অ্যাক্সিডেন্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক ড. মো. হাদিউজ্জামান বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন, ঢাকায় যে পরিমাণ জনসংখ্যা রয়েছে, পুরো বাংলাদেশের হিসেবে এর পরিমাণ প্রায় ১৫ থেকে ২০ শতাংশ। অন্যদিকে আয়তনের দিক থেকে ঢাকা বাংলাদেশের মাত্র শূন্য দশমিক দুই শতাংশ। তার ওপর গণপরিবহণের ব্যবস্থাও খুব ভালোভাবে গড়ে ওঠেনি। 'সড়কনির্ভর' এই শহরে ২০ থেকে ২৫ শতাংশ সড়ক 'গ্রিড প্যাটার্নে' থাকা উচিত ছিল বলে জানান তিনি। অর্থাৎ, নানা কারণে সড়ক যদি বন্ধ থাকে, তাহলে বিকল্প দিক থাকলে প্যারালাল আরেকটা রাস্তা ব্যবহার করতে পারে জনগণ। কিন্তু ঢাকায় সড়কগুলো সেভাবে নির্মাণ করা হয়নি। আবার ঢাকায় সড়ক আছে মাত্র সাড়ে সাত শতাংশ। তার ওপর বিক্রেতা, পার্কিংয়ের মতো কারণে মোটা দাগে ব্যবহারযোগ্য সড়ক বাকি থাকে পাঁচ শতাংশেরও কম। ফলে কেউ যদি ঢাকার একদিকের সড়ক বন্ধ করে দেয়, পুরো শহর থমকে 'শক ওয়েভ' তৈরি করে অর্থাৎ কোথাও আটকে গেলে আর কোনো বিকল্প সড়ক খুঁজে পাওয়া যায় না বলে মন্তব্য করেন অধ্যাপক হাদিউজ্জামান। "ঢাকা ভরাক্রান্ত। সড়কের পরিমাণ কম, ইলপ্ল্যানড (অপরিকল্পিত)। কোনো গ্রিড প্যাটার্ন নেই এবং অনাকাঙ্ক্ষিত বা সারপ্রাইজিং যে জিনিসগুলো আমরা দেখছি, এটাকে সামাল দেওয়ার মতো সক্ষমতা আসলে ঢাকা শহরের নেই,„ বলেন তিনি।

সরকারের উদাসীনতার অভিযোগ

দাবি আদায়ে সড়ক অবরোধের কারণ হিসেবে কর্তৃপক্ষের উদাসীনতাকেই কারণ হিসেবে দেখছেন বিশ্লেষকরা। "কোনো সমস্যা নিয়ে, কোনো দাবি-দাওয়া নিয়ে নিয়মতান্ত্রিকভাবে আলোচনা কিংবা বিতর্ক কিংবা সরকারের সাথে একটা মতবিনিময় বা যুক্তিযুক্তভাবে অগ্রসর হওয়া- এই প্রক্রিয়াটাই বাংলাদেশে ঠিকমতো দাঁড়ায়নি,„ বলছিলেন অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ। স্মারকলিপি, চিঠি বা লিখিত উপায়ে যোগাযোগ করা হলে কর্তৃপক্ষের দিক থেকে কোনো জবাব, এমনকি গণমাধ্যমের মনোযোগ পাওয়া যায় না বলে মন্তব্য করেন তিনি। তবে, একই বিষয়ে যদি প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা হয়, তখন তা যেমন খবরের শিরোনাম হয়, তেমনি নজরেও আসে সরকারের। ফলে, এই প্রবণতা না বদলালে একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি হতে থাকবে বলে মনে করেন অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ। গতকাল ছড়িয়ে পড়া আরেকটি ভিডিওতে দেখা যায়, ফার্মগেট এলাকায় আন্দোলনকারীরা সড়কে ব্যারিকেড দেওয়ার চেষ্টা করলে তাদের বাধা দেয় দায়িত্বরত নিরাপত্তা বাহিনীর কয়েকজন সদস্য। এ সময় দুই পক্ষের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনাও ঘটে। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ট্রাফিক বিভাগের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার মো. আনিছুর রহমানের দাবি, এ ধরনের ঘটনাগুলোর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ধৈর্য ও সংযমের পরিচয় দেয় নিরাপত্তা বাহিনী। কিন্তু, তারপরও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না এলে পিআরবি বা পুলিশ রেগুলেশনস বেঙ্গলের মাধ্যমে ব্যবস্থা নেন তারা। "প্রথমে বোঝাবো, তারপর ওয়ার্নিং দেবো, এরপর আমরা জলকামান ইউজ করবো, এরপর সাউন্ড গ্রেনেড ইউজ করবো, এভাবে আস্তে আস্তে জিনিসটার মাত্রাটা আমরা বাড়াই,„ বলেন মি. রহমান।

পর্যবেক্ষকরা বলছেন, সড়ক অবরোধের মতো কর্মকাণ্ডে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সংশ্লিষ্টতা থাকলেও, যে ক'বার নিরাপত্তা বাহিনীকে বলপ্রয়োগ করতে দেখা গেছে, তা ছিল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক বা শ্রমিক শ্রেণির ওপর। "সরকার আবার দেখে কাকে মার দেওয়া যায়, কাকে দেওয়া যায় না। শ্রমিকদের মার দেওয়া যায়, প্রাথমিক শিক্ষকদের মার দেওয়া যায়। কিন্তু এখন যেহেতু শিক্ষার্থীদের গায়ের জোর বেশি তুলনামূলকভাবে, সুতরাং তারা এসে ঘেরাও করছে, অবরোধ করছে,„ বলেন অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ। যদিও সেই বক্তব্য মানতে রাজি নন অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার মো. আনিছুর রহমান, বরং এসব ক্ষেত্রে বয়সের দিকটিকে গুরুত্ব দেওয়া হয় বলে জানান তিনি। বলেন, কোথাও ২০ বছরের কম বয়সি মানুষজন জড়ো হলে তাদের আলাদাভাবে চিন্তা করা হয়। কারণ, 'সাইকোলজিক্যাল ইমোশন' বা মানসিক আবেগ সেক্ষেত্রে একটি ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়ায়। এই বয়সিদের মধ্যে 'ফুল ম্যাচিউরিটি আসে না'। "এখন ম্যাচিউরড এবং ইমম্যাচিউরডদের একই দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হলে টোটাল জাস্টিস এনসিওর (নিশ্চিত) করা যায় না,„ বলেন তিনি। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৫.০১.২০২৬ আলী আহমেদ)

যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন ভিসা স্থগিতে যে-সব সমস্যার মুখোমুখি হতে পারেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা

তিন বছর, কেউ কেউ তারও বেশি সময় ধরে অপেক্ষায় ছিলেন, কবে পরিবারের সঙ্গে এক ছাদের নিচে থাকা যাবে। কিন্তু বাংলাদেশিদের জন্য আপাতত যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন ভিসা কার্যক্রম স্থগিত থাকায় সেই অপেক্ষা আরও দীর্ঘ ও অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে থাকা অনেক বাংলাদেশি বলছেন, তাদের নানা পরিকল্পনা আপাতত থমকে গেছে। কবে নাগাদ ভিসা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে, তা নিয়ে কোনো স্পষ্ট সময়সীমা না থাকায় তাদের চাপ ও উৎকণ্ঠা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। তেমনই একজন হলেন বাকের মজুমদার (আমরা তার নিরাপত্তার স্বার্থে এই প্রতিবেদনে ছদ্মনাম ব্যবহার করছি), যিনি তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছেন। তিনি বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন, ১৯৯৩ সালে তিনি বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান। তার ভাষ্যমতে, শুরুতে তিনি পেশাগত কাজে গিয়েছিলেন। কিন্তু, পরের বছরই যুক্তরাষ্ট্রের কাছে পলিটিক্যাল অ্যাসাইলাম, তথা রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করেন। এটি পেতে তার আরও বছরখানেক লেগে যায়। ১৯৯৫ সাল থেকে তিনি বৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে থাকার অনুমতি পেয়ে যান। এরপর কেটে যায় আরও এক দশক। ২০০৮ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট কার্ড বা 'গ্রিন কার্ড' পান এবং দীর্ঘ ১৬ বছর পর বাবার অসুস্থতার কারণে বাংলাদেশে আসেন। পরবর্তীতে তিনি নাগরিকত্বের জন্যও আবেদন করেন এবং ২০১২ সালে সেটি পেয়েও যান। বর্তমানে তিনি স্ত্রী-সন্তানসহ যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন এবং সেখানে কাজ করছেন। কিন্তু, ট্রাম্প প্রশাসনের 'গ্রিন কার্ড ও সিটিজেনশিপ পুনর্মূল্যায়ন' করার অবস্থান থেকে শুরু করে ৭৫টি দেশের নাগরিকদের জন্য অভিবাসন, ভিসা প্রক্রিয়া স্থগিতের সিদ্ধান্তে অন্য অনেক প্রবাসীর মতো তিনি নিজেও কিছুটা চিন্তিত। কারণ, এই তালিকায় বাংলাদেশের নামও রয়েছে। মি. মজুমদার জানান, বাংলাদেশ থেকে অনেকেই অবৈধ পন্থায় মার্কিন আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। মূলত, তাদের কারণেই ট্রাম্প প্রশাসন নতুন-পুরাতন সবার গ্রিন কার্ড ও সিটিজেনশিপ রিভিউ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। "তাই, কনসার্নটা এখানেই যে, আমি যতই বৈধ হই, এর একটা সাইকোলজিক্যাল ইম্প্যাক্ট আছে। কারণ, নগর পুড়লে দেবালয়ও রক্ষা পায় না। আগুনের তাপটা তো আমাদেরও লাগে। সে জন্যই, আমার মতো যারা শুরুতে অ্যাসাইলাম সিক করেছেন, এই ঘটনায় তারাও এখন কনসার্ন," বলেন তিনি।

উল্লেখ্য, গত বছরের নভেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে দুইজন ন্যাশনাল গার্ড সদস্যকে গুলি করার ঘটনার পর ট্রাম্প প্রশাসন সব ধরনের আশ্রয় সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত স্থগিত করে। ওই ঘোষণার কয়েক ঘণ্টা পরেই প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা দেন যে, তিনি যুক্তরাষ্ট্রে "তৃতীয় বিশ্বের দেশ„ থেকে অভিবাসন "স্থায়ীভাবে স্থগিত„ করবেন। ট্রাম্পের সেই ঘোষণার দেড় মাস পেরোতেই গতকাল ট্রাম্প প্রশাসন আগামী ২১ জানুয়ারি থেকে ৭৫টি দেশের নাগরিকদের জন্য অভিবাসন ভিসা প্রক্রিয়া স্থগিতের ঘোষণা দেয় এবং কবে নাগাদ এসব দেশের মানুষ মার্কিন অভিবাসন ভিসা পাবে, সেটাও জানানো হয়নি। মার্কিন প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তের ফলে গ্রিনকার্ডধারী থেকে শুরু করে সিটিজেনশিপ প্রাপ্ত, এমনকি ঘুরতে বা ভিসার মেয়াদ বাড়াতে যারা বাংলাদেশে আসতে চেয়েছিলেন, তারাও অনেকেই এখন দ্বিধা-উৎকণ্ঠার মাঝে রয়েছেন। তেমনই একজন হলেন রেহনুমা রহমান, তার ক্ষেত্রেও আমরা ছদ্মনাম ব্যবহার করছি। তিনি কয়েক বছর আগে লেখাপড়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে যান এবং পড়াশোনা চলা অবস্থায়ই সহপাঠী, যিনি বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক, তাকে বিয়ে করেন। মিজ রহমান আশা করছিলেন, এ বছরের শেষ নাগাদ তার গ্রিন কার্ড হয়ে যাবে এবং এরপর তারা সবাই বাংলাদেশে ফিরবেন ও এখানে বিয়ের পরের অনুষ্ঠান করবেন। কিন্তু, ট্রাম্প প্রশাসনের ভিসা স্থগিতের এই ঘোষণায় তিনিও কিছুটা মুষড়ে পড়েছেন। গ্রিন কার্ডধারীদের সম্পর্কে মি. মজুমদারও বলছিলেন, "ভিসা প্রক্রিয়া স্থগিতের এই ঘোষণার ফলে গ্রিন কার্ডধারীরাও এখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেশে যেতে পারবেন না।„

যে কারণে এই সিদ্ধান্ত ও প্রবাসীদের শঙ্কা

বাংলাদেশসহ যে ৭৫টি দেশের নাগরিকদের জন্য অভিবাসন ভিসা স্থগিত করছে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর, তার পেছনে সুনির্দিষ্ট কিছু কারণ রয়েছে। ট্রাম্প প্রশাসন জানিয়েছে, অভিবাসন আইনের 'পাবলিক চার্জ' নীতির আওতায় এই

পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, ভবিষ্যতে যাদের যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি সহায়তার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ার সম্ভাবনা আছে, তাদের অভিবাসন ঠেকানোর উদ্দেশ্যেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের প্রধান উপ-মুখপাত্র টমি পিগট বলেন, "স্টেট ডিপার্টমেন্ট তার দীর্ঘদিনের ক্ষমতা ব্যবহার করে এমন সম্ভাব্য অভিবাসীদের অযোগ্য ঘোষণা করবে, যারা যুক্তরাষ্ট্রের ওপর সরকারি সহায়তার বোঝা হয়ে দাঁড়াবে এবং মার্কিন জনগণের উদারতার অপব্যবহার করবে।„ পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিওর নেতৃত্বাধীন বিভাগটি তাদের প্রক্রিয়া পুনর্মূল্যায়নের সময় ভিসা প্রক্রিয়াকরণ স্থগিত রাখবে, যাতে "এমন বিদেশি নাগরিকদের প্রবেশ রোধ করা যায়, যারা কল্যাণ ভাতা ও সরকারি সুবিধা গ্রহণ করবে,„ যোগ করেন পিগট। মার্কিন সরকারের এই সিদ্ধান্তের কারণে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের অবৈধ পথগুলোর পাশাপাশি বৈধ পথগুলো আরও বেশি সীমিত হয়ে যাচ্ছে বলে মনে করছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা।

যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বেশ কয়েকজন বাংলাদেশির সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, নতুন এই সিদ্ধান্তে সবারই 'ফ্যামিলি প্রায়োরিটিজ' বন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। "গ্রিন কার্ড হোক বা সিটিজেনশিপ হোক, সবার ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য। ধরা যাক, কারও বাবা-মা, ভাই-বোন অসুস্থ থাকলেও তাদের এখন ভিসা দেবে না। কারণ, স্পন্সরশিপে এসে বেশিরভাগ মানুষই সরকারি সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে,„ বিবিসিকে বলছিলেন মি. মজুমদার। তিনি ডোনাল্ড ট্রাম্পকে উদ্ধৃত করে বলেন, বাংলাদেশের ৫৪ শতাংশ লোকই এই সুবিধা নেয়। অর্থাৎ, তারা যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের পর জনকল্যাণমূলক সহায়তা ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীল হয়ে পড়েন, যা দেশটির অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ওপর চাপ সৃষ্টি করে। "আয় কম থাকলে তারা একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পাবলিক সুবিধা পায়। কিছু নিয়ম মানলে বয়স্করাও এই সুবিধা নিতে পারে। কিন্তু অনেকে অপ্রয়োজনেও বা তথ্য লুকিয়ে এই সুবিধা নিচ্ছে এবং একইসাথে বাংলাদেশেও টাকা পাঠাচ্ছে। তখন প্রশ্ন উঠবে যে, আপনি পর্যাপ্ত আয় করেন না, পাবলিক বেনিফিটস নিচ্ছেন, আবার টাকাও পাঠাচ্ছেন, কীভাবে?„ যোগ করেন তিনি।

তার মতে, এখন এই ধরনের হিসাব-নিকাশ করা শুরু করবে মার্কিন প্রশাসন এবং এতে করে যারা এতদিন স্পন্সরশিপ দেখিয়ে পরিবার-পরিজনকে যুক্তরাষ্ট্রে এনেছে, তারাও বিপদে পড়বে। "যারা সাপোর্ট দিয়েছে এর আগে, তারা এখন ধরা পড়বে যে, তুমি বলেছিলে যে, তার ভরণপোষণ তুমি করবে, কিন্তু সে তো সরকারি সুবিধা নিচ্ছে। অর্থাৎ, এখন তোমাকে সমস্ত ডিউ পে করতে হবে। ধরুন, আমি আমার আত্মীয়কে এনেছি। তারা পাবলিক সুবিধা নিচ্ছে। এই বারডেন আসবে আমার ওপর। সুতরাং, এখন নতুন যারাই আসবে, আপনার যদি যথেষ্ট সামর্থ্য না থাকে, তাহলে আপনাকে ভিসা দেবে না। আর সরকারি সুবিধা দিলেও তাতে এমন কিছু শর্ত দেবে, এমন এত বছরের জন্য বা সারাজীবনের জন্য অন্য কোনো সুযোগ-সুবিধা নেওয়া যাবে না।„ বছরের পর বছর ধরে অবৈধভাবে সুবিধা গ্রহণকারীদের জন্য "যারা সুবিধা ডিজার্ভ করে, তারাও চিন্তিত হয়ে পড়ছে। কারণ, উনাদের কারণে তাদেরটাও রিভিউ করা হচ্ছে,„ যোগ করেন তিনি।

এদিকে, যুক্তরাষ্ট্রে লেখাপড়া করতে যাওয়া অনেকে বলছেন, পড়াশোনা শেষ করার পর মার্কিন প্রশাসন তাদেরকে যে এক থেকে তিন বছরের জন্য চাকরি খোঁজার জন্য সময় দেয়, এটিও এখন কঠিন হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ, শিক্ষার্থীরা যখন স্ট্যাটাস পরিবর্তন করতে যাবেন, তখন তারা সমস্যার মাঝে পড়বেন। এছাড়া, শিক্ষার্থীদের স্পন্সরশিপে কড়াকড়ি আরোপ হলেও ভিসা জটিলতা বাড়বে।

যে-সব ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম

মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট জানিয়েছে, যে-সব দেশের নাম তালিকায় আছে, সেগুলোর নাগরিকরা অভিবাসী ভিসার আবেদন জমা দিতে এবং সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগ আবেদনকারীদের অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য সময়সূচিও নির্ধারণ করবে। তবে, এই বিরতির সময়কালে এই নাগরিকদের কোনো অভিবাসী ভিসা জারি করা হবে না। তালিকাভুক্ত নয় এমন কোনো দেশের বৈধ পাসপোর্টসহ আবেদনকারী দ্বৈত নাগরিকরা এই বিরতির আওতা থেকে মুক্ত থাকবেন। এই নির্দেশনার অংশ হিসাবে কোনো অভিবাসী ভিসা বাতিল করা হয়নি বলেও জানায় স্টেট ডিপার্টমেন্ট। এছাড়া, পর্যটন, ব্যবসায়িক ভ্রমণ ও শিক্ষার্থীদের জন্য দেওয়া 'অ-অভিবাসী' (নন-ইমিগ্রেন্ট) ভিসাগুলো এই স্থগিতাদেশের বাইরে থাকবে। অর্থাৎ, এখন পর্যন্ত দেশটিতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের সমস্যা নেই। কিন্তু কেউ যদি পড়াশুনা করতে গিয়ে তা ছেড়ে, ভুল তথ্য দিয়ে চাকরি করে বা আর্থিক অনিয়ম করে, তখন তারাও জটিলতায় পড়বে বলে জানিয়েছে অভিবাসী বাঙালি এবং শিক্ষার্থীরা।

উল্লেখ্য, ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর থেকে অবৈধ অভিবাসনের পাশাপাশি বৈধ অভিবাসন নিয়ন্ত্রণেও কঠোর অবস্থান নিয়েছেন। গত বছর যুক্তরাষ্ট্র এক লাখের বেশি ভিসা বাতিল করেছে। পাশাপাশি, গত সেপ্টেম্বরের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, দক্ষ বিদেশি কর্মী হিসেবে বা এইচ-ওয়ানবি ভিসা প্রোগ্রামে যুক্তরাষ্ট্র যেতে আবেদনকারীদের বাড়তি এক লাখ ডলার গুণতে হচ্ছে। এমনকি, গত জানুয়ারিতে দায়িত্ব গ্রহণের প্রথম দিনেই অবৈধভাবে বসবাস করা পিতা-মাতার সন্তানদের জন্য জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব সুবিধা বন্ধ করে আদেশ জারি করেছিলেন তিনি।

যে-সব দেশের ওপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা

যে ৭৫টি দেশের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে, তার মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশ ছাড়াও পাকিস্তান, আফগানিস্তান, নেপাল ও ভুটানও রয়েছে। আরো রয়েছে- আলবেনিয়া, আলজেরিয়া, অ্যান্টিগুয়া ও বারবুডা, আর্মেনিয়া, আজারবাইজান, বাহামা, বার্বাডোস, বেলারুশ, বেলিজ, বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা, ব্রাজিল, বার্মা, কম্বোডিয়া, ক্যামেরুন, কেপ ভার্দে, কলম্বিয়া, আইভরি কোস্ট, কিউবা, গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র, ডোমিনিকা, মিশর, ইরিত্রিয়া, ইথিওপিয়া, ফিজি, গাম্বিয়া, জর্জিয়া, ঘানা, গ্রেনাডা, গুয়াতেমালা, গিনি, হাইতি, ইরান, ইরাক, জ্যামাইকা, জর্ডান, কাজাখস্তান, কসোভো, কুয়েত, কিরগিজ প্রজাতন্ত্র, লাওস, লেবানন, লাইবেরিয়া, লিবিয়া, মলদোভা, মঙ্গোলিয়া, মন্টিনিগ্রো, মরক্কো, নিকারাগুয়া, নাইজেরিয়া, উত্তর ম্যাসেডোনিয়া। কঙ্গো প্রজাতন্ত্র, রাশিয়া, রুয়ান্ডা, সেন্ট কিটস ও নেভিস, সেন্ট লুসিয়া, সেন্ট ভিনসেন্ট ও গ্রেনাডাইনস, সেনেগাল, সিয়েরা লিওন, সোমালিয়া, দক্ষিণ সুদান, সুদান, সিরিয়া, তানজানিয়া, থাইল্যান্ড, টোগো, তিউনিসিয়া, উগান্ডা, উরুগুয়ে, উজবেকিস্তান ও ইয়েমেন।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৫.০১.২০২৬ আলী আহমেদ)

ক্রিকেট বোর্ড পরিচালকের মন্তব্য, ক্রিকেটারদের খেলা বর্জনের হুমকি, 'অনুতপ্ত' হয়ে বিসিবি'র বিবৃতি

বাংলাদেশ ক্রিকেট টিমের সাবেক অধিনায়ক তামিম ইকবালকে পরীক্ষিত, 'ভারতের এজেন্ট' বলে ফেসবুক স্ট্যাটাস দিয়ে আলোচনায় আসা বিসিবি পরিচালক নাজমুল ইসলামের সাম্প্রতিক এক মন্তব্যের জের ধরে চলমান বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ বিপিএল বর্জনের ডাক দিয়েছে বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের সংগঠন 'ক্রিকেটার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন' বা কোয়াবের অন্তর্ভুক্ত ক্রিকেটাররা। কোয়াবের সভাপতি মোহাম্মদ মিথুন বুধবার রাতে এক ভিডিওবার্তায় এই ঘোষণা দেন। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা "আজ পর্যন্ত একটাও বৈশ্বিক কাপ আনতে„ পারেনি এবং তাদের পেছনে "খরচ করা হচ্ছে„ বলে পরিচালক নাজমুল ইসলামের করা মন্তব্যের কয়েক ঘণ্টা পর এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয় কোয়াবের পক্ষ থেকে। মোহাম্মদ মিথুন ভিডিওবার্তায় বলেন, "একজন দায়িত্বরত বোর্ড ডিরেক্টর কখনোই প্লেয়ারদের নিয়ে এমন কথা বলতে পারেন না। আমরা ইমিডিয়েট ওনার রিজাইন (পদত্যাগ) চাচ্ছি। কাল (বৃহস্পতিবার) বিপিএলের প্রথম ম্যাচের আগে আমরা তার পদত্যাগ দাবি করছি। তিনি যদি পদত্যাগ না করেন, তাহলে আমরা সব ধরনের ক্রিকেট বন্ধ ঘোষণা করছি।„

বাংলাদেশের জাতীয় পর্যায়ের সাবেক ও বর্তমান প্রায় সব ক্রিকেটারই কোয়াবের সদস্য হওয়ায়, তাদের এই সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের ক্রিকেটে বড় ধরনের প্রভাব ফেলবে। এর আগে, বিকেলে নাজমুল ইসলাম সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের অর্জন, তাদের পেছনে খরচ করা এবং ভারতে বিশ্বকাপ না খেললে ক্রিকেট বোর্ডের ওপর কী ধরনের আর্থিক প্রভাব পড়তে পারে, সেসব বিষয়ে মন্তব্য করেন। বিশ্বকাপ না খেললে ক্রিকেট বোর্ডের আর্থিক ক্ষতি হবে কি না- সেই প্রশ্নে তিনি বলেন, "ক্রিকেট বোর্ডের কোনো ক্ষতি হবে না, ক্রিকেটারদের ক্ষতি হবে।„ "কারণ ক্রিকেটাররা খেললে তারা ম্যাচ ফি পায় বা তাদের বিশেষ পারফরম্যান্স থাকলে আইসিসির নিয়ম অনুযায়ী, কিছু (পুরস্কার) পায়। সেটা প্লেয়ারের পাওনা।„ "মানে বোর্ডের এখানে লাভ বা ক্ষতি কোনোকিছু নাই। বাংলাদেশ এখানে খেলুক বা না খেলুক, বোর্ডের এখানে লাভ-ক্ষতি কোনো কিছু নাই। অন্তত এই বিশ্বকাপের জন্য,„ বলেন মি. ইসলাম। এছাড়াও নাজমুল ইসলাম দাবি করেন যে, এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ না খেললেও ২০২৭ সাল পর্যন্ত বিসিবির আয়ে কোনো হেরফের হবে না। এরপরই তাকে প্রশ্ন করা হয়, ক্রিকেটারদের ক্ষতির জন্য তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে কি না। যার জবাবে তিনি বলেন, "কেন? ওরা গিয়ে যদি কিছুই না করতে পারে, তাহলে ওদের পেছনে যে আমরা কোটি কোটি টাকা খরচ করছি, আমরা কি তা ফেরত চাইছি নাকি?„ "বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে ওরা কিছুই করতে পারছে না, আজ পর্যন্ত আমরা একটাও বৈশ্বিক কাপ আনতে পেরেছি?„

মূলত, মি. ইসলামের এই মন্তব্যের পরই ক্রিকেটারদের সংগঠন কোয়াব তার পদত্যাগের দাবি তুলে বিবৃতি দেয়। এর কয়েকঘণ্টা পরেই বিসিবি এক বিবৃতি দিয়ে নিজেদের অবস্থান পরিষ্কার করে। তাদের বিবৃতিতে পরিচালক নাজমুল ইসলামের নাম উল্লেখ না করলেও, তারা জানায় যে, কোনো মন্তব্য যদি 'অনুপযুক্ত, আক্রমণাত্মক বা পীড়াদায়ক' হয়ে থাকে, তাহলে বোর্ড আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত। বিসিবি এই ধরনের মন্তব্যের দায়ভার গ্রহণ করে না এবং বিসিবির মিডিয়া ও কমিউনিকেশনস বোর্ডের দায়িত্বপ্রাপ্ত মুখপাত্রের মন্তব্য ছাড়া কোনো মন্তব্য বিসিবির বক্তব্য হিসেবে বিবেচনা করার সুযোগ নেই। এর বাইরে করা যে-কোনো রকম মন্তব্য ব্যক্তির ব্যক্তিগত মতামত এবং তা বিসিবির অবস্থান নয়। এছাড়া, ক্রিকেট বোর্ড তাদের বিবৃতিতে এটিও উল্লেখ করেছে যে, কোনো ব্যক্তির মন্তব্য বা আচরণ 'ক্রিকেটারদের প্রতি অসম্মানসূচক' হলে বা তা 'বাংলাদেশ ক্রিকেটের সুনাম ও অখণ্ডতার' জন্য ক্ষতির কারণ হলে বিসিবি তার বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা নেবে। বোর্ড পরিচালক নাজমুল ইসলামের এই মন্তব্য ও সেটিকে ঘিরে ক্রিকেটারদের পাল্টা অবস্থানকে ঘিরে মিশ্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে দেখা গেছে, বাংলাদেশের সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীদের মধ্যে। ব্যবহারকারীদের একটা অংশকে দেখা গেছে, নাজমুল ইসলামের মন্তব্যকে সমর্থন করতে। অনেকেই মনে করেন, বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের পেছনে 'খরচ' করা এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তাদের সাফল্য না পাওয়া নিয়ে নাজমুল

ইসলাম যে মন্তব্য করেছেন, তা যৌক্তিক। আবার অনেকেই মনে করেন, ক্রিকেট বোর্ড যেহেতু নিজস্ব আয়ে পরিচালিত একটি প্রতিষ্ঠান, কাজেই খেলোয়াড়দের পেছনে খরচ করার যে দাবি নাজমুল ইসলাম করছেন, তা ভিত্তিহীন।

বাংলাদেশ ক্রিকেট দল ভারতে বিশ্বকাপ খেলতে যাবে কি না, গত কিছুদিনে সেই বিতর্কের মধ্যে এক পর্যায়ে এক ফেসবুক স্ট্যাটাস দিয়ে আলোচনায় আসেন নাজমুল ইসলাম। বাংলাদেশ দল ভারতে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট বিশ্বকাপ খেলতে যাবে না, আইসিসিকে এই সিদ্ধান্ত বিসিবি জানানোর পর গত সপ্তাহে বাংলাদেশের সাবেক অধিনায়ক তামিম ইকবাল এক সংবাদ সম্মেলনে মন্তব্য করেছিলেন যে, যেহেতু বাংলাদেশে ক্রিকেট বোর্ডের "৯০-৯৫ শতাংশ অর্থায়ন আইসিসি থেকেই আসে,„ কাজেই সবকিছু বিবেচনা করে বাংলাদেশের "ক্রিকেটের জন্য হেল্পফুল„ সিদ্ধান্তই নেওয়া উচিত। এর পরই নাজমুল ইসলাম এক স্ট্যাটাসে তামিমের বক্তব্য লেখা একটি ফটো কার্ড ফেসবুকে শেয়ার করে পোস্টে লেখেন যে, "এইবার আরো একজন পরিক্ষিত (পরীক্ষিত) ভারতীয় দালাল এর আত্মপ্রকাশ বাংলার জনগণ দুচোখ ভরে দেখলো।„ তার এই পোস্ট সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা তৈরি হয়। তার মন্তব্যকে অনেকে সমর্থন করলেও, অনেককেই তার এ ধরনের মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করতে দেখা যায়। সমালোচনার মুখে কয়েকঘণ্টা পরই তিনি আরেকটি স্ট্যাটাস দিয়ে উল্লেখ করেন যে, আগের মন্তব্যটি তার ব্যক্তিগত মতামত এবং সেটিকে যেন "অন্যভাবে„ নেওয়া না হয়। সে সময় মি. ইসলামের ওই মন্তব্যের সমালোচনা করে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেন তাসকিন আহমেদ, রুবেল হোসেন, মেহেদি হাসানসহ জাতীয় দলের বর্তমান ও সাবেক বেশ কয়েকজন ক্রিকেটার। পরে বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুলও এক সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছিলেন যে, তামিম ইকবালকে ঘিরে নাজমুল ইসলামের মন্তব্যের জের ধরে তাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে বিসিবি থেকে।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৫.০১.২০২৬ আলী আহমেদ)

প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইলে শুক্রবার খেলায় ফিরবেন ক্রিকেটাররা-কোয়াবের বিজ্ঞপ্তি

বিসিবি পরিচালক নাজমুল ইসলাম প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইলে এবং তার পরিচালক পদ নিয়ে প্রক্রিয়া চলমান থাকলে, শুক্রবারই ক্রিকেটাররা খেলায় ফিরতে প্রস্তুত বলে জানিয়েছে ক্রিকেট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ বা কোয়াব। বৃহস্পতিবার রাতে ক্রিকেটারদের সংগঠনটির পাঠানো একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ বিষয়ে জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ক্রিকেটের বৃহত্তর স্বার্থে পদত্যাগ না করা পর্যন্ত খেলায় না ফেরার আগের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করেছে সংগঠনটি। কোয়াব বলছে, "পরিচালক এম নাজমুল ইসলাম যেহেতু প্রকাশ্যে ক্রিকেটারদের নিয়ে অপমানজনক কথা বলেছেন, তিনি প্রকাশ্যেই ক্ষমা চাইবেন বলে আমরা আশা করি।„

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৫.০১.২০২৬ নারগীস)

নাজমুল ইসলামকে অব্যাহতির পরেও বিপিএল স্থগিত, স্টেডিয়াম ভাঙচুর- দিনভর যা ঘটলো

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লীগ- বিপিএল অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত, বলছে ক্রিকেট বোর্ডের নির্ভরযোগ্য একাধিক সূত্র। এই ইস্যুতে দলগুলোর মালিকপক্ষ ও বিপিএলের গভর্নিং বডির বৈঠকের পর চূড়ান্ত ঘোষণা আসবে বলে জানা যাচ্ছে। এর আগে, ক্রিকেটারদের বিশ্বকাপে খেলা নিয়ে মন্তব্য করার পর বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা এক হয়ে জানিয়েছিল, বোর্ড পরিচালক এম নাজমুল ইসলামকে ক্রিকেট বোর্ড থেকে না সরালে তারা আর মাঠে নামছে না। বাংলাদেশ ক্রিকেট টিমের সাবেক অধিনায়ক তামিম ইকবালকে পরীক্ষিত, 'ভারতের এজেন্ট' বলে ফেসবুক স্ট্যাটাস দিয়ে আলোচনায় আসা বিসিবি পরিচালক নাজমুল ইসলামের সাম্প্রতিক এক মন্তব্যের জের ধরে চলমান বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ বিপিএল বর্জনের ডাক দিয়েছে বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের সংগঠন 'ক্রিকেটার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন' বা কোয়াবের অন্তর্ভুক্ত ক্রিকেটাররা। পরে, বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, সাম্প্রতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে এবং বোর্ডের সার্বিক স্বার্থ বিবেচনায় ফাইন্যান্স কমিটির চেয়ারম্যানের পদ থেকে এম নাজমুল ইসলামকে তাৎক্ষণিকভাবে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

বোর্ডের সংবিধানের ৩১ অনুচ্ছেদে সভাপতিকে দেওয়া ক্ষমতাবলে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়। বিসিবি বলছে, বোর্ডের কার্যক্রম যেন স্বাভাবিক ও কার্যকরভাবে পরিচালিত হয়, সে লক্ষ্যেই এই পদক্ষেপ। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বিসিবি সভাপতি নিজেই ফাইন্যান্স কমিটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করবেন। তবে, এই ঘোষণার পরেও বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লীগের কোনও ম্যাচই মাঠে গড়ায়নি বৃহস্পতিবার। বিসিবির পক্ষ থেকে আরও বলা হয়েছে, ক্রিকেটারদের স্বার্থই বোর্ডের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। বোর্ডের আওতাধীন সব ক্রিকেটারের মর্যাদা ও সম্মান রক্ষায় তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। চলমান সংকটের মধ্যেও ক্রিকেটাররা যেন পেশাদারিত্ব ও দায়বদ্ধতার সর্বোচ্চ মান বজায় রাখেন, সে প্রত্যাশার কথাও জানানো হয়েছে। একইসঙ্গে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) ক্রিকেটারদের অংশগ্রহণ অব্যাহত থাকবে বলে আশা প্রকাশ করেছিল বিসিবি। এই ঘোষণা এসেছে বৃহস্পতিবার দুপুরে, এদিনই বিপিএলের ঢাকা পর্ব মাঠে গড়ানোর কথা ছিল। এর আগে, বৃহস্পতিবার দুপুরে ঢাকার বনানীতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে কোয়াব সভাপতি মোহাম্মদ মিঠুন বলেন, এম নাজমুল ইসলাম পদত্যাগ না করা পর্যন্ত ক্রিকেটারদের সামনে খেলা বর্জন ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই। তিনি বলেন, ক্রিকেটারদের স্বার্থ ও

মর্যাদা রক্ষায় এই কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে তারা বাধ্য হয়েছেন। সংবাদ সম্মেলনে কোয়াব খেলা বয়কটের পর্যায়ে পৌঁছানোর পেছনে পাঁচটি কারণ তুলে ধরে। এর মধ্যে রয়েছে- ঢাকা প্রথম বিভাগ ক্রিকেটের চলমান সংকট দ্রুত সমাধান করা, নারী ক্রিকেটারদের বিরুদ্ধে ওঠা যৌন হয়রানির অভিযোগের সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার নিশ্চিত করা এবং নারী ক্রিকেটারদের সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো। পাশাপাশি, বিসিবি পরিচালক এম নাজমুল ইসলামের পদত্যাগের দাবি এবং বিপিএল থেকে অঘোষিতভাবে বাদ পড়া নয়জন ক্রিকেটারকে কেন নিষিদ্ধ করা হয়েছে, সে বিষয়ে পরিষ্কার ব্যাখ্যার দাবি জানানো হয়। কোয়াব নেতারা জানান, এসব দাবি দীর্ঘদিন ধরে উপেক্ষিত থাকায় ক্রিকেটারদের মধ্যে ক্ষোভ জমেছে। দাবি মানা না হলে দেশের ক্রিকেটে অচলাবস্থা আরও গভীর হতে পারে বলেও তারা সতর্ক করেন। ক্রিকেটাররা খেলতে প্রস্তুত থাকলেও, ন্যায্য দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত তারা কোনো প্রতিযোগিতায় অংশ নেবেন না বলে স্পষ্ট করে জানানো হয়।

স্টেডিয়ামে ভাঙচুর, বিশৃঙ্খলা

এই অচলাবস্থার সরাসরি প্রভাব পড়ে মাঠে। ক্রিকেটারদের বয়কটের কারণে বিপিএলে বৃহস্পতিবার নির্ধারিত দুটি ম্যাচের একটিও মাঠে গড়ায়নি। খেলা বন্ধ থাকায় স্টেডিয়ামের ভেতরে ও বাইরে থাকা দর্শকদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, এক পর্যায়ে কিছু মানুষ স্টেডিয়ামের গেট ভেঙে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করে। পরে স্টেডিয়ামের সামনে বিসিবির বিভিন্ন স্থাপনায় ভাঙচুর চালানো হয়। বিপিএলের বিলবোর্ড ও ব্যানার ছিঁড়ে ফেলা হয় এবং স্টেডিয়ামের ভেতরে ইট-পাটকেল নিক্ষেপের ঘটনাও ঘটে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পরে সেনাবাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। তাদের উপস্থিতিতে পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হয়। বর্তমানে স্টেডিয়ামের আশপাশে অতিরিক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সব মিলিয়ে বিসিবি ও ক্রিকেটারদের মুখোমুখি অবস্থানে দেশের ক্রিকেট এক অনিশ্চিত সময় পার করছে। আলোচনা ও সমাধানের পথ না খুললে এই সংকট আরও দীর্ঘায়িত হওয়ার আশঙ্কা করছেন সংশ্লিষ্টরা।

মোস্তাফিজ ইস্যুতে কী বলছে কোয়াব?

চলতি বছরের শুরু থেকেই একের পর এক ঘটনায় আলোচনায় বাংলাদেশের ক্রিকেট। মোস্তাফিজুর রহমানের আইপিএল দল কলকাতা নাইট রাইডার্স থেকে বাদ পড়া, এরপর বিশ্বকাপে না খেলার সিদ্ধান্ত এবং সবশেষ বিপিএল বয়কট- প্রায় প্রতিদিনই নতুন কোনো ইস্যু সামনে আসছে। এসব ঘটনার সর্বশেষ আলোচনার কেন্দ্রে রয়েছে ক্রিকেটার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (কোয়াব)। এই প্রেক্ষাপটে প্রশ্ন উঠেছিল, কোনো কারণ ছাড়াই মোস্তাফিজকে কেকেআর ছেড়ে দেওয়ার ঘটনায় কোয়াব কেন তখন কোনো প্রতিবাদ জানায়নি। এ বিষয়ে বুধবার ব্যাখ্যা দিয়েছে সংগঠনটি। কোয়াব সভাপতি মোহাম্মদ মিঠুন শুরুতে বিষয়টি এড়িয়ে গিয়ে বলেন, এটি মূলত মোস্তাফিজের ব্যক্তিগত ইস্যু এবং পুরো বিষয়টি সেখান থেকে শুরু হয়নি। তবে, পরে বিস্তারিত ব্যাখ্যায় তিনি জানান, মোস্তাফিজের বিষয়টি নিয়ে শুরুতে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটারদের সংগঠন ওয়ার্ল্ড ক্রিকেটার্স অ্যাসোসিয়েশনের (ডব্লিউসিএ) সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল। এ নিয়ে জুমে বৈঠকও হয়। মিঠুন বলেন, খেলোয়াড় কী চায়, সেটি জানার পরই পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়ার কথা ছিল। ডব্লিউসিএ আশ্বাস দিয়েছিল, খেলোয়াড় যা চাইবে, তারা সে অনুযায়ী সহযোগিতা করবে। কোয়াব সভাপতির ভাষ্য অনুযায়ী, মোস্তাফিজকে বিষয়টি এগিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি আগ্রহ দেখাননি। পরিস্থিতি দিনে দিনে জটিল হয়ে ওঠায় মোস্তাফিজ বিষয়টি আর বাড়াতে চাননি। সে কারণেই কোয়াব আর নতুন করে কোনো উদ্যোগ নেয়নি। মিঠুন আরও বলেন, মোস্তাফিজ সম্মতি দিলে কোয়াব আরও সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারত। তবে, খেলোয়াড় নিজেই না চাইলে জোর করে এগোনোর সুযোগ ছিল না।

এদিকে, এ বিষয়ে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকে (বিসিবি) আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি বলে জানান কোয়াব সভাপতি। তিনি বলেন, কোয়াবের দায়িত্ব মূলত আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার সংগঠনের কাছে বিষয়টি তুলে ধরা। প্রতিটি ইস্যুতে বোর্ডকে জানানো কোয়াবের বাধ্যবাধকতা নয়। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৫.০১.২০২৬ আলী আহমেদ)

এনএইচকে

গাজা সংঘাত বন্ধে যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনার দ্বিতীয় পর্যায় শুরু

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন ঘোষণা করেছে যে তারা গাজা ভূখণ্ডে সংঘাতের অবসান ঘটাতে তাদের পরিকল্পনার দ্বিতীয় ধাপ শুরু করছে। অক্টোবরে পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ে, ইসরায়েল এবং ইসলামিক গোষ্ঠী হামাস যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়। দ্বিতীয় ধাপে, হামাসের নিরস্ত্রীকরণ এবং একটি আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েনের আহ্বান জানানো হয়েছে। বুধবার মার্কিন বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে এই দ্বিতীয় পর্যায়ের ঘোষণা দেন, যেখানে ব্যাখ্যা করে বলা হয় যে এটি হচ্ছে "যুদ্ধবিরতি থেকে নিরস্ত্রীকরণ, টেকনোক্র্যাটিক শাসন এবং পুনর্গঠনের দিকে অগ্রসর হওয়া"। উইটকফ হামাসকে "শেষ মৃত জিম্মিকে অবিলম্বে ফিরিয়ে দেওয়া"সহ বাধ্যবাধকতাগুলো সম্পূর্ণরূপে মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছেন এবং সতর্ক করে বলেছেন, "এব্যাপারে ব্যর্থতা গুরুতর পরিণতি বয়ে আনবে।" তবে এই পরিকল্পনার ভবিষ্যৎ এখনও অস্পষ্ট। হামাস

নিরস্ত্রীকরণে অস্বীকৃতি জানিয়েছে এবং গাজার জন্য আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বাহিনীতে কোন কোন দেশ অংশ নেবে তা এখনও জানা যায়নি।(এনএইচকে ওয়েবপেইজ: ১৫.০১.২৬ রনি)

ডয়চে ভেলে

সব দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাচ্ছেন বিসিবি পরিচালক নাজমুল

ক্রিকেটারদের দাবির মুখে অর্থ কমিটির প্রধানের পদসহ বিসিবির সব দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হচ্ছে বোর্ড পরিচালক এম নাজমুল ইসলামকে। অনলাইনে অনুষ্ঠিত এক জরুরি সভায় আজ বিসিবি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানিয়েছে ডয়চে ভেলের কন্টেন্ট পার্টনার দৈনিক প্রথম আলো। নাজমুল পদত্যাগ দাবির পাঁচ কারণ এর আগে, এম নাজমুল ইসলাম পদত্যাগ না করা পর্যন্ত না খেলার অবস্থানে অনড় থাকার পাঁচটি কারণ জানান ক্রিকেটাররা। বনানীতে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, খেলার জন্য তৈরি আছেন ক্রিকেটাররা। তবে সেক্ষেত্রে বিসিবি পরিচালক এম নাজমুল ইসলামকে পদত্যাগ করতে হবে। এ ছাড়া, তাদের সামনে আর কোনো বিকল্প নেই। পাঁচটি কারণের মধ্যে ঢাকা প্রথম বিভাগ ক্রিকেটের সংকট, নারী ক্রিকেটারদের যৌন হয়রানির অভিযোগে বিসিবির অবস্থান, বিসিবি পরিচালক এম নাজমুল ইসলামের পদত্যাগের দাবি ও নারী ক্রিকেটে সুযোগ-সুবিধার বিষয় সামনে আনা হয়। সংবাদ সম্মেলনে কোয়াব সভাপতি মোহাম্মদ মিঠুন বলেন, "মাঠে যাবো একটাই শর্তে, বিসিবি থেকে এসে যদি কমিটমেন্ট করে, ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে এই লোক বিসিবিতে থাকবে না। যদি থাকে, তাহলে খেলা বন্ধের দায় ক্রিকেটাররা নেবে না। যদি বিসিবি থেকে অফিসিয়াল ডিক্লেয়ার করে।„ ক্রিকেটারদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিকেলের মধ্যে যদি বোর্ডের পক্ষ থেকে এই শর্ত মেনে নেওয়া হয়, তাহলে সন্ধ্যায়ই তারা ম্যাচ খেলতে নামবেন।
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১৫.০১.২০২৬ রুবাইয়া)

নতুন শক্তির কথা বলে ওনারা উগ্র গোষ্ঠীর কাছে জিম্মি : দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

অন্তর্বর্তী সরকারকে ইঙ্গিত করে সিপিডির সম্মাননীয় ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেছেন, "ওনারা নতুন শক্তির কথা বলে শেষ বিচারে যেয়ে একটি ক্ষুদ্র ও উগ্র গোষ্ঠীর কাছে অনেক ক্ষেত্রে জিম্মি হয়ে গেলেন। সে জন্য ওনারা আচরণও করতে পারলেন না। ওনারা নাগরিকদের সুরক্ষা দিতে পারলেন না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ওনারা কি নিরপেক্ষভাবে নির্বাচনটাও করতে পারবেন কি না।„ আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজধানীর গুলশানে `আগামী সরকারের জন্য নির্বাচিত নীতি, সুপারিশ ও প্রস্তাবিত জাতীয় কর্মসূচি, শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন। `এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, আয়োজিত সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)-র সম্মাননীয় ফেলো ও নাগরিক প্ল্যাটফর্মের আহ্বায়ক দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য আরো বলেন, বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার যেই সংস্কারের কথা বলেছিল, সেই সংস্কারকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে যে সক্ষমতা, অংশীজনের অংশগ্রহণ, উন্মুক্ততা দরকার, সেটি তারা দেখাতে পারেনি। সংলাপের ক্ষেত্রে সরকার শুধু রাজনীতিবিদদের গুরুত্ব দিয়েছে, এমন মন্তব্য করে তিনি বলেন, একটা জাতীয় উত্থান, জাতীয় জাগরণ, জাতীয় অংশগ্রহণের ভেতরে অংশীজনদের নিয়ে নতুন বন্দোবস্তের চিন্তাকে সামনে উপস্থাপন করা হয়নি। সংলাপে অংশীজনদের মতামত না নেওয়াকে সংবাদ সম্মেলনে বড় সমস্যা হিসেবে উল্লেখ করেন দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, এর দুটো ফলাফল হলো, যারা নতুন বন্দোবস্তের কারিগর হতে চেয়েছিলেন, তারা পুরোনো বন্দোবস্তের অংশ হয়ে গেলেন।

তারা নির্বাচনি প্রক্রিয়ার ভেতরে ঢুকে গেলেন এবং ব্যয়বহুল নির্বাচনের অংশ হয়ে গেলেন। বড়জোর তারা ক্রাউড ফান্ডিং করে টাকা তুললেন, কিন্তু টাকার খরচ কমানোর ক্ষেত্রে কিন্তু আর পারলেন না। সমস্যার দ্বিতীয় ফলাফল হিসেবে কায়েমি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী, যারা পুরোনো বন্দোবস্তের ধারক ও বাহক ছিল, তাদের উত্থান হয়েছে বলে মন্তব্য করেন দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, গণ-অভ্যুত্থানের পর ব্যবসায়ীরা পালিয়ে গেলেন, রাজনীতিবিদেরা আত্মগোপন করলেন, আর আমলারা ফিরে এলেন। কারণ, এই পুরোনো বন্দোবস্তের সবচেয়ে বড় রক্ষক হলো আমলাতন্ত্র। ওই আমলাতন্ত্র তখন আবার ফিরে এলো। আর আমলাতন্ত্রকে ফিরে আসার সবচেয়ে বড় সুযোগ করে দিলো বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। সংবাদ সম্মেলনে আগামী সরকারের জন্য ১২টি নীতি বিবৃতি ও প্রস্তাবিত জাতীয় কর্মসূচি উপস্থাপন করা হয়। নীতি সুপারিশগুলো তুলে ধরেন সিপিডির সম্মাননীয় ফেলো অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান এবং জাতীয় কর্মসূচি উপস্থাপন করেন সিপিডির অতিরিক্ত পরিচালক (গবেষণা) তৌফিকুল ইসলাম খান। নাগরিক প্ল্যাটফর্মের কোর গ্রুপ সদস্য আসিফ ইব্রাহিম, রাশেদা কে চৌধুরী, শাহীন আনাম, সুলতানা কামাল প্রমুখ এ সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১৫.০১.২০২৬ রুবাইয়া)

বায়ুদূষণে দিল্লি, করাচিকে ছাড়িয়ে গেল ঢাকা

বায়ুদূষণে রীতিমতো পাল্লা দিচ্ছে প্রতিবেশী তিন দেশের তিন শহর। নভেম্বর ডিসেম্বরে অধিকাংশ সময়েই শীর্ষ স্থানে থেকেছে দিল্লি। পিছিয়ে থাকেনি পাকিস্তানের করাচিও। তবে, বৃহস্পতিবার সুইজারল্যান্ডের একটি প্রতিষ্ঠান জানিয়েছে, দিল্লি ও করাচিকে অনেকটাই পিছনে ফেলে প্রথম স্থানে চলে এসেছে ঢাকা। আইকিউএয়ার নামের ওই প্রতিষ্ঠান দূষণের

একটি সার্বিক স্কোর তৈরি করে। সেখানে বৃহস্পতিবার ঢাকার গড় স্কোর এসেছে ২৭১। বেশ কিছু জায়গায় এই স্কোর ৪০০ পার করে গেছে। এদিন দিল্লির স্কোর এসেছে ২০৩ এবং করাচি ২১৮। ২০০ উপর স্কোর থাকলেই তা ভয়ংকর দূষণ হিসেবে মনে করা হয়। তবে, ঢাকার দূষণ মাত্রাতিরিক্ত বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। বস্তুত, ঢাকায় গত কয়েকদিন ধরেই দূষণের মাত্রা ভয়াবহ। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, আগামী কিছুদিনের মধ্যে দূষণ কমার কোনো সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১৫.০১.২০২৬ রুবাইয়া)

জাগো নিউজ

রাজনৈতিক ও নির্বাচনি পরিবেশ কলুষিত হয়ে পড়েছে : বদিউল আলম মজুমদার

সুশাসনের জন্য নাগরিক `সুজন, সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার বলেছেন, বর্তমান রাজনৈতিক ও নির্বাচনি পরিবেশ ভয়াবহভাবে কলুষিত হয়ে পড়েছে, যা থেকে বেরিয়ে আসতে মৌলিক সংস্কার জরুরি। দেশের গণতন্ত্র রক্ষায় একটি সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য ও নিরপেক্ষ নির্বাচন এখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজশাহী নগরীর হোটেল ওয়ারিশানে `সুজন, আয়োজিত বিভাগীয় সংলাপে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। ড. বদিউল আলম মজুমদার বলেন, বর্তমানে নির্বাচনি অঙ্গন ও রাজনৈতিক দলগুলোতে কালো টাকার প্রভাব ও পেশী শক্তিনির্ভর রাজনীতি ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছে। অনেক ক্ষেত্রেই দীর্ঘদিন দলের সঙ্গে যুক্ত থেকেও বিপুল অর্থ দিতে না পারায়, মনোনয়নবঞ্চিত হওয়ার ঘটনা ঘটছে, যা রাজনৈতিক দলের ভেতরের দুর্নীতির চিত্র স্পষ্ট করে। তিনি আরও বলেন, সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন নির্বাচন কমিশনের সংস্কার। কারণ, অতীতে নির্বাচন কমিশনের সদস্যরা নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনের পরিবর্তে শাসক দলের পক্ষাবলম্বন করেছেন। এতে জনগণের ভোটাধিকার ও গণতন্ত্র মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০১.২০২৬ আসাদ)

মাসে সাড়ে ৩ লাখ এনআইডির তথ্য বিক্রি করে আয় ১১ কোটি টাকা : ইসির দুই কর্মচারী গ্রেফতার

নির্বাচন কমিশনের এক কম্পিউটার অপারেটর-কাম-অফিস অ্যাসিস্ট্যান্টসহ দু-জনকে গ্রেফতার করেছে অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। জাতীয় পরিচয়পত্র, এনআইডি জালিয়াতি ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অর্থের বিনিময়ে নাগরিকদের সংবেদনশীল তথ্য সরবরাহ করে মাসে কোটি টাকার বেশি আয় করার অভিযোগে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতাররা হলেন- গজারিয়া উপজেলা নির্বাচন অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর মো. হাবীবুল্লাহ ও ডাটা এন্ট্রি অপারেটর মো. আলামিন। সিআইডি বলছে, মাত্র ৩০ দিনে ৩ লাখ ৬৫ হাজার ৬০৮টি এনআইডি তথ্য সরবরাহ করেছেন তারা। প্রতিটি তথ্যের জন্য ৩০০ টাকা হিসাব করলে অবৈধভাবে প্রায় ১১ কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন তারা। বৃহস্পতিবার দুপুরে সিআইডি কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সিআইডির সাইবার পুলিশ সেন্টারের ডিআইজি মো. আবুল বাশার তালুকদার এসব তথ্য জানান। তিনি বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১০টায় রাজধানীর আগারগাঁও নির্বাচন অফিস এলাকা থেকে মো. আলামিনকে গ্রেফতার করা হয়। পরে, তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে একই দিন দিবাগত রাত ১২টা ১০ মিনিটে মোহাম্মদপুরের চন্দ্রিমা হাউজিং এলাকা থেকে চক্রের অপর সদস্য মো. হাবিবুল্লাহকে গ্রেফতার করা হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০১.২০২৬ আসাদ)

গণভোট নিয়ে সপ্তাহব্যাপী প্রচারণায় জেলায় জেলায় যাচ্ছেন উপদেষ্টারা

গণভোট সামনে রেখে দেশব্যাপী জনসম্পৃক্ততা বাড়াতে মাঠে নেমেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যরা। সপ্তাহব্যাপী প্রচারণার অংশ হিসেবে জেলায় জেলায় ঘুরে গণভোটের উদ্দেশ্য, গুরুত্ব ও প্রক্রিয়া তুলে ধরছেন এবং সরাসরি জনগণের সঙ্গে মতবিনিময়ের মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টি করছেন তারা। বৃহস্পতিবার থেকে এ প্রচার কার্যক্রম শুরু করেছেন নির্বাচন মনিটরিং ও সহায়তা প্রদানসংক্রান্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত উপদেষ্টারা। এ কার্যক্রমের আওতায় আগামী ২১ জানুয়ারি পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন জেলায় গিয়ে গণভোটের গুরুত্ব, উদ্দেশ্য ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করবেন তারা। প্রচারণার অংশ হিসেবে উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যরা স্থানীয় প্রশাসন, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন এবং গণভোটে অংশগ্রহণের বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করবেন। প্রচারণার প্রথম দিন আজ বৃহস্পতিবার স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান চট্টগ্রামে অবস্থান করছেন। সেখানে তিনি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকসহ বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নেবেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০১.২০২৬ আসাদ)

অল্প সময়ে জোট গঠন হওয়ায় কিছু মতানৈক্য আছে, এটা কেটে যাবে : নাহিদ

খুবই অল্প সময়ের মধ্যে জোট প্রক্রিয়া হওয়ায় কিছু মতানৈক্য হয়েছে, তবে এটা কেটে যাবে বলে মন্তব্য করেছেন এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। তিনি বলেন, শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করবো এই জোট যেন অটুট থাকে। কারও মতানৈক্য থাকলেও, জোট প্রক্রিয়া এগিয়ে যাবে। বৃহস্পতিবার বিকেলে মগবাজারে জামায়াতের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে জোটের বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি। নাহিদ ইসলাম বলেন, আসন সমঝোতা হলেও, এই জোটের রাজনৈতিক গুরুত্ব আছে। এই জোট নিয়ে আকাঙ্ক্ষার জায়গা আছে, এটা জনগণ বোঝে। আসন্ন নির্বাচন

নিয়ে তিনি বলেন, নির্বাচন প্রতিযোগিতাপূর্ণ হবে। প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্রের উত্তরণ করবো- এটা আমাদের প্রত্যাশা। খুবই অল্প সময়ের মধ্যে জোট প্রক্রিয়া হওয়ায় কিছু মতভিন্ন হয়েছে, এটা কেটে যাবে। নির্বাচনে কোনো দলীয় প্রার্থী হবে না জানিয়ে এনসিপির আহ্বায়ক বলেন, ৩০০ আসনেই জোটের প্রার্থী হবে। সবাই সবাইকে সহযোগিতা করবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০১.২০২৬ আসাদ)

চলতি অর্থবছরে ইইউতে পোশাক রপ্তানি কমেছে

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতের প্রধান রপ্তানি গন্তব্য ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইইউ। দেশের মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ৪৮ দশমিক ৮৪ শতাংশ আসে ইইউ থেকে। অথচ চলতি অর্থবছরে এই গুরুত্বপূর্ণ বাজারে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি নিয়ে দেখা দিয়েছে উদ্‌বেগ। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই-ডিসেম্বর) ইইউর বাজারে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি দাঁড়িয়েছে ৯ দশমিক ৪৬ বিলিয়ন ডলার, যা আগের অর্থবছরের একই সময়ের ৯ দশমিক ৮৬ বিলিয়ন ডলারের তুলনায় ৪ দশমিক ১৪ শতাংশ কম। এই নেতিবাচক প্রবণতা খাত সংশ্লিষ্টদের মধ্যে নতুন করে আশঙ্কা তৈরি করেছে। এই সময়ে নিটওয়্যার পণ্যের রপ্তানি ৫ দশমিক ৫৪ শতাংশ কমে ৫ দশমিক ৭৬ বিলিয়ন ডলারে নেমে এসেছে, যেখানে আগের বছর একই সময়ে আয় ছিল ৬ দশমিক ১০ বিলিয়ন ডলার। অন্যদিকে, ওভেন পণ্যের রপ্তানি দাঁড়িয়েছে ৩ দশমিক ৭০ বিলিয়ন ডলার, যা ১ দশমিক ৮৭ শতাংশ নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি নির্দেশ করে। আগের অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে ওভেন পণ্য থেকে আয় হয়েছিল ৩ দশমিক ৭৬ বিলিয়ন ডলার। ইইউ বাজারে এ ধরনের নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি নিয়ে রপ্তানিকারকরা গভীর উদ্‌বেগ প্রকাশ করেছেন। কারণ, দেশের রপ্তানি আয়ের সিংহভাগই আসে এ অঞ্চল থেকে। তাদের মতে, রপ্তানি ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপ না নেওয়া হলে দেশের অর্থনীতিতে গুরুতর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০১.২০২৬ আসাদ)

তাড়াহুড়া করে জ্বালানি মহাপরিকল্পনা কার স্বার্থে, প্রশ্ন সিপিডির

অন্তর্বর্তী সরকারের করা জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতের মহাপরিকল্পনা কার স্বার্থে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)। এমনকি এটি কোনো চুক্তির পূর্বশর্ত পূরণে করা হয়েছে কি না, সেই প্রশ্নও সংস্থাটির। এছাড়া, এ মুহূর্তে এলএনজিসহ জ্বালানি খাতে যে সংকট রয়েছে, খসড়ায় তা অনুপস্থিত রয়েছে বলেও দাবি সিপিডির। বৃহস্পতিবার সকালে, রাজধানীর ধানমন্ডিতে সিপিডি কার্যালয়ে আয়োজিত `অন্তর্বর্তী সরকারের প্রস্তাবিত জ্বালানি ও বিদ্যুৎ মহাপরিকল্পনা (২০২৬-২০৫০): সিপিডির তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায়, সংস্থাটির গবেষণা ফেলো ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম এসব তথ্য জানান। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সিপিডির সিনিয়র রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট হেলেন মাশিয়াত প্রিওতি। এই মহাপরিকল্পনা কোন চুক্তির পূর্বশর্ত পূরণ কিংবা কার স্বার্থে করা হয়েছে, এমন প্রশ্ন রেখে খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, একটি উন্মুক্ত গণতান্ত্রিক পরিবেশে যেখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া গবেষণামূলক হওয়ার কথা, যেখানে দীর্ঘমেয়াদি দেশের লক্ষ্যের সঙ্গে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার কথা, যেখানে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সম্পৃক্ত হওয়ার কথা, যেখানে এ ধরনের প্রক্রিয়া অংশগ্রহণমূলক হওয়ার কথা, তার কোনোটিই আমরা এখানে দেখলাম না। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০১.২০২৬ আসাদ)

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান সুরক্ষা ও দায় নির্ধারণ অধ্যাদেশ অনুমোদন

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারীদের দায়মুক্তি ও আইনি সুরক্ষা দিতে `জুলাই গণ-অভ্যুত্থান সুরক্ষা ও দায় নির্ধারণ অধ্যাদেশ, অনুমোদন করেছে উপদেষ্টা পরিষদ। অন্তর্বর্তী সরকারের আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল এ তথ্য জানিয়েছেন। বৃহস্পতিবার অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে এ অনুমোদন দেওয়া হয়। রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে এ সভা হয়। আগামী পাঁচ থেকে সাতদিনের মধ্যে অধ্যাদেশটি গেজেট আকারে প্রকাশিত হবে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০১.২০২৬ আসাদ)

`হ্যাঁ, ভোটে কী পাবেন, `না, ভোটে কী হারাবেন, জানাবে সরকার : উপদেষ্টা রিজওয়ানা হাসান

পরিবর্তন ও সংস্কার চাইলে জনগণকে গণভোটে অংশ নিয়ে `হ্যাঁ, ভোট দিতে আহ্বান জানিয়েছে সরকার। উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেছেন, `হ্যাঁ, ভোট দিলে কী পাওয়া যাবে এবং `না, ভোট দিলে কী কী পাওয়া যাবে না, সে বিষয়গুলো স্পষ্টভাবে মানুষের সামনে তুলে ধরা হবে। বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি সরকারের অবস্থান ব্যাখ্যা করেন। রিজওয়ানা তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টার দায়িত্বে রয়েছেন। উপদেষ্টা বলেন, `হ্যাঁ, ভোট দিলে আপনি কী কী পাচ্ছেন, এটা আমরা বলছি। `না, দিলে কী কী পাচ্ছেন না, এটাও আমরা বলছি। কেউ যদি মনে করে, সে `না, ভোটের পক্ষে প্রচার করবে, এটা তার দলীয় সিদ্ধান্ত। তথ্য উপদেষ্টা বলেন, আগেও বলেছি, এখনো বলি, নির্বাচন হবে, এটা ১২ ফেব্রুয়ারিতেই হবে ইনশাল্লাহ। মানুষের মধ্যে একটা সংশয় ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, যাতে করে মানুষ ওই

দ্বিধাদ্বন্দ্বে থাকে। মানুষের মধ্যে আরেকটা সংশয় ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে, যাতে করে মানুষের মধ্যে একটা দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকে। এটা হচ্ছে, ওই কূটচালেরই একটা অংশ যে, আমি না থাকলে নির্বাচন হবে কি না। সৈয়দা রিজওয়ানা বলেন, বাংলাদেশের মানুষ অনেক সচেতন। ওই প্রোপাগান্ডা ছড়িয়ে কোনো লাভ হবে না। তারা তাদের নেতা নির্ধারণ করতে এবং বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করতে সাধারণ নির্বাচন এবং গণভোট দুইটাতে অংশ নেবেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০১.২০২৬ আসাদ)

২০১৮ নির্বাচনে রাতে ব্যালট ভরে রাখার পরামর্শ দেন জাবেদ পাটোয়ারী

২০১৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ৮০ শতাংশ ভোট আগের রাতেই ব্যালট বাক্সে ধরে রাখা হয়েছিল। রাত ১০টা থেকে ভোর ৩টা পর্যন্ত সিল মারার কাজটি সম্পন্ন হয়। সরকারি দল আওয়ামী লীগ ও পুলিশ নৌকা প্রতীকে সিল মেরে ব্যালট বাক্স ভর্তি করে। পুলিশের তৎকালীন আইজিপি জাবেদ পাটোয়ারী শেখ হাসিনাকে রাতের বেলা ব্যালট বাক্স ভরে রাখার পরামর্শ দিয়েছিলেন। শেখ হাসিনা এই পরামর্শটি গ্রহণ করেন এবং মাঠ পর্যায়ে পুলিশ প্রশাসন ও আওয়ামী লীগ এবং এর অঙ্গ সংগঠনগুলোর নেতা-কর্মীরা বাস্তবায়ন করে। জাতীয় নির্বাচন (২০১৪, ২০১৮ এবং ২০২৪) তদন্ত কমিশনের প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে। সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের সাবেক বিচারক বিচারপতি শামীম হাসনাইনকে কমিশন প্রধান করে গঠিত পাঁচ সদস্যের কমিশন সম্প্রতি অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন পেশ করে। প্রতিবেদনে বলা হয়, ওই নির্বাচনে ২১৩টি কেন্দ্রের শতভাগ ভোট পড়ে। ১২২টি কেন্দ্রে ৯৯ শতাংশ বা তার বেশি ভোট পড়ে। ৯০ থেকে ৯৯ শতাংশ ভোট পড়ে ৭ হাজার ৬৮৯টি কেন্দ্রে। তদন্ত প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, ভোটের দিন ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করতে ব্যাপকভাবে বাধা দেওয়া হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০১.২০২৬ আসাদ)

জয় ও পলকের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের আদেশ ২১ জানুয়ারি

মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় ও সাবেক প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলকের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠনের বিষয়ে আদেশের জন্য আগামী ২১ জানুয়ারি দিন ঠিক করা হয়েছে। রাষ্ট্র ও আসামি পক্ষের শুনানি নিয়ে বৃহস্পতিবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল-১ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তুজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন বিচারিক প্যানেল এ দিন নির্ধারণ করেন। ট্রাইবুনালের অপর দুই সদস্য হলেন- বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ ও বিচারক মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী। আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠনের আবেদনে চিফ প্রসিকিউটর তাজুল ইসলাম বলেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় ইন্টারনেট বন্ধের নির্দেশ আসত জয়ের কাছ থেকে। সেই নির্দেশ বাস্তবায়ন করতেন পলক। অভিযোগের বিরোধিতা করেন আসামিপক্ষের আইনজীবীরা। এসব অভিযোগের সঙ্গে জয়-পলকের কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই বলে দাবি করা হয়। এ জন্য এ মামলায় চার্জ গঠন না করাসহ তাদের অব্যাহতির আবেদন করেন এই দুই আইনজীবী।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০১.২০২৬ আসাদ)

মার্কিন ভিসা নিয়ে মন্ত্রণালয় ও নিরাপত্তা উপদেষ্টা কৌশল বের করবেন : রিজওয়ানা হাসান

বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন ভিসা প্রক্রিয়া স্থগিত হতে যাওয়ায়, এখন করণীয় বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও নিরাপত্তা উপদেষ্টা কর্মকৌশল বের করবেন বলে জানিয়েছেন তথ্য উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন। বাংলাদেশসহ বিশ্বের ৭৫টি দেশের নাগরিকদের জন্য অভিবাসন ভিসা প্রক্রিয়া স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এটি নিয়ে আজ উপদেষ্টা পরিষদে কোনো আলোচনা হয়েছে কি না জানতে চাইলে উপদেষ্টা রিজওয়ানা বলেন, "অভিবাসন ভিসার বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কতগুলো কারণ দিয়েছে। সেই কারণগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে এটা গতকালই মাত্র এসেছে। নিশ্চয়ই আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, নিরাপত্তা উপদেষ্টা যারা আছেন, তারা এটা নিয়ে একটা কর্মকৌশল বের করবেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সংযুক্ত করবেন।„ কয়েকদিন আগে মার্কিন ভিসার ক্ষেত্রে বন্ড দেওয়ার ব্যাপার জানানো হয়। এখন আবার অভিবাসন ভিসা স্থগিত। দুই ক্ষেত্রেই বাংলাদেশ আছে। আমাদের কি কোথাও আসলে ঘাটতি থেকে যাচ্ছে, এ প্রশ্নের জবাবে উপদেষ্টা বলেন, "এটা কি বাংলাদেশকে লক্ষ্য করে করেছে? আসলে যে-সব দেশ থেকে অভিবাসী বেশি যায় বা যে-সব দেশ থেকে মানুষ গিয়ে পরে রাজনৈতিক আশ্রয় চায়, যে-সব দেশ থেকে মানুষ গিয়ে ওদের সোশ্যাল সার্ভিসের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, তাদের সরকার ঠিক করেছে, সেই সব দেশের ব্যাপারে এই নিষেধাজ্ঞাগুলো, এই শর্তগুলো তারা আরোপ করবে।„ (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০১.২০২৬ আসাদ)

ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার জন্যই আইনসভায় উচ্চকক্ষের সুপারিশ

প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী অধ্যাপক আলী রীয়াজ বলেছেন, রাষ্ট্রক্ষমতায় ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার জন্যই আইনসভায় উচ্চকক্ষ গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে। এবারের গণভোটে জনগণ রায় দিলে আইনসভায় নাগরিকদের প্রতিটি ভোটের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হবে। একইসঙ্গে সংবিধান সংশোধন ও রাষ্ট্রপতি নির্বাচন প্রক্রিয়ায় তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন আসবে।

গণভোটের প্রচার ও ভোটারদের উদ্বুদ্ধ করতে বুধবার বিকেলে রংপুরের শহিদ আবু সাঈদ স্টেডিয়ামে আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। রংপুরের বিভাগীয় কমিশনার শহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন- প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দার, ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সচিব কামাল উদ্দিন, বাংলাদেশ পুলিশ রংপুর রেঞ্জের ডিআইজি আমিনুল ইসলাম ও রংপুরের পুলিশ কমিশনার মজিদ আলী। রংপুর বিভাগীয় প্রশাসন আয়োজিত এ মতবিনিময় সভায় বিভাগের সব জেলার জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের অন্য সরকারি দপ্তরগুলোর কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ স্থানীয় সাংবাদিক ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। অধ্যাপক আলী রিয়াজ বলেন, বিদ্যমান সাংবিধানিক ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীকে সর্বময় ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি নির্বাহী প্রধান, সংসদ নেতা এবং রাজনৈতিক দলের প্রধান। তিনি বলেন, ক্ষমতা এককেন্দ্রিক করার কারণেই ক্ষমতাসীনরা ফ্যাসিস্ট হয়ে ওঠার সুযোগ পায়। এ কারণেই জুলাই সনদে এক ব্যক্তির প্রধানমন্ত্রী থাকার মেয়াদ ১০ বছরে সীমিত করার পাশাপাশি বিভিন্ন কমিশনের নিয়োগ প্রক্রিয়া, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিষয়ক সংসদীয় কমিটিগুলোতে বিরোধীদলগুলোর অংশগ্রহণ বাড়ানোর কথা হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০১.২০২৬ আসাদ)

নতুন জোটের নাম `১১ দলীয় নির্বাচনি ঐক্য,

ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে জামায়াতসহ ১১টি রাজনৈতিক দলের নতুন জোটের নাম `১১ দলীয় নির্বাচনি ঐক্য, চূড়ান্ত করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) সন্ধ্যা ৮টায় সংবাদ সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা দেওয়া হবে। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এহসানুল মাহবুব জোবায়ের জাগো নিউজকে বলেন, বৈঠকে `১১ দলীয় নির্বাচনি ঐক্য, নাম চূড়ান্ত করা হয়েছে। ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশসহ নানা স্লোগানও জোটের কর্মসূচিতে থাকবে। জোট সূত্রে জানা যায়, আজ বৃহস্পতিবার রাত ৮টায় রাজধানীর ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশকে সমঝোতার ভেতরে রাখার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশের আমির মামুনুল হককে। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার চেষ্টা চলছে, জানান সংশ্লিষ্টরা। এর আগে, বেলা সাড়ে ১১টার দিকে রাজধানীর মগবাজারে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে জামায়াতে ইসলামীসহ ১০ দলের শীর্ষ নেতারা আসন সমঝোতায় চূড়ান্ত করতে বৈঠকে বসেন। বৈঠক সূত্রে জানা যায়, কোন দল কতটি আসন পাবে, এ বিষয়টি নিয়েই মূল আলোচনা হয়েছে। দীর্ঘ আলোচনার পর ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের জন্য হাতপাখা প্রতীকে ৫০টি আসন রেখে বাকি আসনগুলোতে জোটভুক্ত দলগুলোর মধ্যে সমঝোতা হয়। বৈঠকের শেষে খেলাফত মজলিশের আমির মওলানা মামুনুল হক বলেন, দশ দলের উপস্থিতিতে বৈঠক সম্পন্ন হয়েছে। ইসলামী আন্দোলনের সঙ্গেও কথা হয়েছে। রাতের সংবাদ সম্মেলনে বিস্তারিত জানানো হবে। আমাদের প্রত্যাশা, একসঙ্গে এগিয়ে যেতে পারবো। ইসলামী আন্দোলনকে সঙ্গে নিয়েই আসন ঘোষণা করতে পারবো এ আশা করছি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০১.২০২৬ রিহাব)

সিলেটে সেনাবাহিনীর অভিযানে অস্ত্রসহ বিএনপি নেতা আটক

সিলেটে মধ্যরাতে অভিযান চালিয়ে চাকু, হাতুড়ি ও দেশীয় অস্ত্রসহ বিএনপি নেতা আনোয়ার হোসেন মানিককে আটক করেছে সেনাবাহিনী। বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) ভোরে নগরীর পীরমহল্লা এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়। পরে তাকে সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশের (এসএমপি) কোতোয়ালি থানায় হস্তান্তর করে সেনাবাহিনী। সিলেট কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মঈনুল জাকির এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। আটক আনোয়ার হোসেন মানিক সিলেট জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক। পুলিশ জানায়, আটকের সময় তার কাছ থেকে দা, লাঠি, চাকু, হাতুড়িসহ বেশ কিছু দেশীয় অস্ত্র, কয়েকটি মোবাইল ফোন ও ল্যাপটপ জব্দ করা হয়েছে। বিকেলে তাকে সন্দেহভাজন হিসেবে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। ওসি মঈনুল জাকির বলেন, মানিককে সন্দেহভাজন হিসেবে আমাদের কাছে সোপর্দ করা হয়। আজ বিকেল ৫টার দিকে সন্দেহভাজন হিসেবেই আমরা তাকে আদালতে পাঠিয়েছি। তদন্ত সাপেক্ষে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০১.২০২৬ রিহাব)

লাইটার জাহাজের সংকট নিরসনে বিশেষ টাস্কফোর্স গঠন

আসন্ন পবিত্র রমজান মাসকে সামনে রেখে লাইটার জাহাজ সংকট নিরসনে কঠোর অবস্থান নিয়েছে সরকার। আমদানিকারকদের একটি অংশের অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে ব্যবহৃত লাইটার জাহাজগুলোকে অবৈধভাবে ভাসমান গুদাম হিসেবে ব্যবহার করায় সৃষ্টি হওয়া সংকট মোকাবিলায় মোবাইল কোর্ট (ভ্রাম্যমাণ আদালত) পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে একটি বিশেষ টাস্কফোর্স গঠন করেছে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন নৌ-পরিবহন অধিদপ্তর। বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) নৌ-পরিবহন অধিদপ্তরের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। নৌ-পরিবহন অধিদপ্তর জানিয়েছে, সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, কয়েকজন আমদানিকারক লাইটার জাহাজে পণ্য খালাস না করে দীর্ঘদিন আটকে রাখছেন এবং সেগুলোকে কার্যত ভাসমান গুদাম হিসেবে ব্যবহার করছেন। এছাড়া, রমজান মাসকে সামনে রেখে আমদানিকারকরা একসঙ্গে অনেক বেশি বাণিজ্যিক জাহাজে করে পণ্য আমদানি

করেছেন। তাই হঠাৎ করে বহিঃনোঙরে বাণিজ্যিক জাহাজের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় সমুদ্রবন্দর থেকে পণ্য খালাসের জন্য প্রয়োজনীয় লাইটার জাহাজের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। এতে করে আমদানি করা পণ্য খালাসে বিলম্ব হচ্ছে, স্বাভাবিক পণ্য সরবরাহ ব্যাহত হওয়ার পাশাপাশি নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির আশঙ্কাও তৈরি হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে নারায়ণগঞ্জ, যশোর, নোয়াপাড়া এবং দেশের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নৌপথ এলাকায় অনতিবিলম্বে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ভাসমান গুদাম হিসেবে ব্যবহৃত জাহাজে থাকা পণ্যের আমদানিকারক ও সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০১.২০২৬ রিহাব)

জুলাই যোদ্ধাদের দায়মুক্তি : `মোটিভ, নির্ধারণ করবে মানবাধিকার কমিশন

ফ্যাসিস্ট আওয়ামী সরকারের বিরুদ্ধে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকালে রাজনৈতিক প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে সংগঠিত কার্যাবলি থেকে গণ-অভ্যুত্থানকারীদের দায়মুক্তি দেওয়ার জন্য আগামী সপ্তাহে জুলাই গণ-অভ্যুত্থান সুরক্ষা ও দায় নির্ধারণ আইন করছে সরকার। বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে উপদেষ্টা পরিষদের সভায় এই অধ্যাদেশটির অনুমোদন দেওয়া হয়। আগামী পাঁচ-সাতদিনের মধ্যে গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে এ অধ্যাদেশটি আইনে পরিণত হবে বলে জানিয়েছেন আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুল। তিনি বলেন, ফ্যাসিস্ট সরকারের পতনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে সংগঠিত যে কার্যাবলি ছিল (১ জুলাই থেকে ৩১ আগস্ট) সে সব কার্যাবলির ফৌজদারি দায়-দায়িত্ব থেকে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকারীদের দায় মুক্তি দেওয়া হয়েছে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থান সুরক্ষা ও দায় নির্ধারণ অধ্যাদেশ প্রণয়ন করার বিষয়টি গণ-অভ্যুত্থানকারীদের কাছে সরকারের কমিটমেন্ট ছিল বলে তিনি মন্তব্য করেন। আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুল বলেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকারীদের প্রটেকশন, নিরাপত্তা দেওয়া আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। আজ আমরা বাংলাদেশে মুক্ত বাতাস পাচ্ছি, গণতন্ত্র পাচ্ছি, হিউম্যান রাইটস পাচ্ছি- এর সবই তাদের আত্মত্যাগের ফসল। তিনি বলেন, ভবিষ্যতে বিভিন্ন ধরনের সরকার আসবে। বিভিন্ন রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ঘটবে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকারীদের ভবিষ্যৎ নিরাপদ রাখার চিন্তা থেকে মূলত দায় মুক্তি আইন প্রণীত হচ্ছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০১.২০২৬ রিহাব)

`হ্যাঁ, ভোট মানে রাষ্ট্রের কাঠামোগত পরিবর্তনের পক্ষে সম্মতি

প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী অধ্যাপক আলী রীয়াজ বলেছেন, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পাশাপাশি, অনুষ্ঠিতব্য গণভোটটি হবে `হ্যাঁ-`না, ভোট। এতে কোনো ব্যক্তি বা সরকার নয়, বরং ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রব্যবস্থাকে অনুমোদনের প্রশ্ন রাখা হয়েছে। `হ্যাঁ, ভোট মানে রাষ্ট্রের কাঠামোগত পরিবর্তনের পক্ষে সম্মতি। বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) দুপুরে চট্টগ্রামে আয়োজিত বিভাগীয় ইমাম সম্মেলনে বক্তব্য দিতে গিয়ে তিনি এসব কথা বলেন। আলী রীয়াজ বলেন, দেশের অধিকাংশ মানুষ এখনো স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারেনি। গুম, হত্যা ও নির্যাতনের শিকার পরিবারগুলো ভবিষ্যতের জন্য আমাদের ওপর বড় দায়িত্ব অর্পণ করেছে- যেন আর কোনো মায়ের বুক খালি না হয়। শুধু জুলাই-আগস্ট নয়, গত ১৬ বছরে বহু মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন, অসংখ্য পরিবার চরম কষ্টের মধ্যদিয়ে গেছে। এই আত্মত্যাগের বিনিময়েই আজকের অবস্থান। তিনি বলেন, বাংলাদেশের ৫৪ বছরের ইতিহাসে বারবার নির্বাচন ও আন্দোলন হয়েছে, ত্যাগ এসেছে। কিন্তু প্রতিশ্রুত রাষ্ট্র গড়তে গিয়ে বারবার ব্যর্থতা দেখা গেছে। এক কদম এগোলে, দুই কদম পেছাতে হয়েছে। অথচ দেশের এক-তৃতীয়াংশ মানুষের বয়স ৩৭ বছরের নিচে। এই তরুণ জনগোষ্ঠীর জন্য নিরাপদ ও ন্যায়ভিত্তিক ভবিষ্যৎ গড়ে তোলাই এখন প্রধান দায়িত্ব। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০১.২০২৬ রিহাব)

হাদি হত্যার বিচার দাবিতে শুক্রবার সারা দেশে বিক্ষোভ

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদি হত্যার বিচার দাবিতে শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) সারা দেশে বিক্ষোভের ডাক দিয়েছে তার সংগঠন। বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যানটিনের সামনে এক সংবাদ সম্মেলনে এ কর্মসূচি ঘোষণা করেন মঞ্চের সদস্য সচিব আবদুল্লাহ আল জাবের। তিনি বলেন, "শহিদ ওসমান হাদির হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যদি রাষ্ট্রের কোনো অংশ কিংবা গোয়েন্দা সংস্থার সংশ্লিষ্টতা থাকে, তার বিচার এই বাংলাদেশেই হতে হবে। এই বিচার আদায় না হওয়া পর্যন্ত আমরা রাজপথ ছাড়বো না। জাবের জানান, গুম কমিশন ও পিলখানা কমিশনের প্রতিবেদন প্রকাশের পক্ষে হাদি সোচ্চার ছিলেন। এসব বিষয়ে তার শক্ত অবস্থানের কারণেই তিনি হত্যার শিকার হয়ে থাকতে পারেন বলে তারা মনে করেন। মঞ্চের সদস্য সচিব বলেন, "শুধু নামকাওয়াস্তে তদন্ত বা অভিযোগপত্র দিয়ে এই হত্যাকাণ্ডকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হলে আমরা তা মেনে নেব না। রাষ্ট্রকে স্পষ্ট করতে হবে, তারা হাদি হত্যার বিচার করবে, কি করবে না। আমরা যখন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কাছে গিয়েছি, তারা মাথায় হাত রেখে শুধু দোয়া করে দেয়। তারা নিজেদের অসহায়তা দেখিয়েছে। একটি বড় রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সাক্ষাতের চেষ্টা করলেও, তারা আমাদের সঙ্গে দেখাই করেনি। অথচ, সেই দলই শহিদ ওসমান হাদিকে নিয়ে আবেগি বক্তব্য, ভিডিওগ্রাফি ও নানা কর্মসূচির মাধ্যমে নিজেদের অবস্থান তুলে ধরছে। এই দ্বিচারিতা আমরা ঘৃণাভরে

প্রত্যাখ্যান করছি,„ যোগ করেন তিনি। তিনি বলেন, "আদালত আমাদের নারাজি (হত্যা মামলার অভিযোগপত্র নিয়ে) মঞ্জুর করেছেন এবং পুনঃতদন্তের আদেশ দিয়েছেন। তদন্তের জন্য রাষ্ট্র সিআইডি, ডিবি বা এনএসআই- কাকে নিয়োগ করবে, তা তাদের বিষয়। তবে রাষ্ট্র চাইলে এফবিআই, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড বা এমআইটির মতো আন্তর্জাতিক পেশাদার সংস্থার সহায়তা নিতে পারে।„ অভিযোগপত্র নিয়ে তিনি অভিযোগ করেন, খুনের সঙ্গে সরাসরি জড়িত ফিলিপকে শুধু ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে, কিন্তু হত্যার পরিকল্পনায় অংশগ্রহণকারী হিসেবে নয়। পলাতক আসামিদের অবস্থান এখনো শনাক্ত না হওয়া নিয়ে গভীর সন্দেহের জন্ম দিচ্ছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। জাবের কর্মসূচির ঘোষণা দিয়ে বলেন, "আমরা হাদি ভাই হত্যার বিচারের দাবিতে ইনকিলাব মঞ্চের পক্ষ থেকে আগামীকাল (শুক্রবার) সারা দেশে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশের ডাক দিচ্ছি। শহিদ ওসমান হাদির পরিবার রাষ্ট্রের কাছে কোনো সাহায্য চায় না, কিন্তু নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্রকে তার সন্তান ও স্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্ব নিতে হবে।„
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০১.২০২৬ রিহাব)

অতীতের গণভোটে সরকার সবসময় একপক্ষে ছিল : আইন উপদেষ্টা

অতীতে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত সব গণভোটেই সরকার একপক্ষ নিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুল। তিনি বলেন, গণভোটের মাধ্যমে কোনো নতুন সরকার গঠিত হয় না। বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস অ্যাকাডেমিতে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এ কথা বলেন তিনি। জাগো নিউজের এ প্রতিবেদক আইন উপদেষ্টার কাছে জানতে চান, `হ্যাঁ, ভোটের পক্ষে সারা দেশে সরকারের সরাসরি প্রচারণা চালানো কতটা আইনসিদ্ধ? জবাবে তিনি বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই সংস্কার, বিচার ও নির্বাচন- এই তিনটি অগ্রাধিকারের কথা বলে আসছে। সরকারের উদ্যোগে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন, জুলাই চার্টার প্রণয়নসহ বিভিন্ন সংস্কারের পক্ষে এডভোকেসি চলছে। গণ-অভ্যুত্থানের অন্যতম প্রত্যাশা হচ্ছে সংস্কার, আর এখন আমরা সংস্কারের পক্ষেই কথা বলছি। সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন জানাচ্ছি। সব রাজনৈতিক দলও সংস্কারের কথা বলছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০১.২০২৬ রিহাব)

ওসমান হাদি হত্যা মামলার অভিযোগপত্রে বাদীর নারাজি

ইনকিলাব মঞ্চের প্রতিষ্ঠাতা শরিফ ওসমান হাদি হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত রহস্য উদ্‌ঘাটন এবং মূল মাস্টারমাইন্ডদের আড়াল করার অভিযোগ তুলে আদালতে অধিকতর তদন্তের আবেদন (নারাজি দরখাস্ত) দাখিল করা হয়েছে। আবেদনে মামলার বর্তমান তদন্তকে `ভাসা ভাসা, ও `দায়সারা, বলে উল্লেখ করে বলা হয়েছে, এ হত্যাকাণ্ডের পেছনে দেশি-বিদেশি গভীর ষড়যন্ত্র রয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছেন নিহতের পরিবার ও সংশ্লিষ্টরা। বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) এ হত্যা মামলায় দাখিল করা চার্জশিট গ্রহণের বিষয়ে বাদীপক্ষ নারাজি দেওয়ায় এ বিষয়ে আদেশ অপেক্ষমাণ রেখেছেন আদালত। এদিন মামলায় বাদীপক্ষের আইনজীবী মুস্তাফিজুর রহমান মুকুল অধিকতর তদন্তের আবেদন (নারাজি দরখাস্ত) নিয়ে আদালতে শুনানি করেন। আদালত সূত্রে জানা যায়, দুপুরে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জশীতা ইসলামের আদালতে মামলার চার্জশিট পর্যালোচনার শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। শুনানিকালে রাষ্ট্রপক্ষ চার্জশিট গ্রহণের পক্ষে মত দিলেও, মামলার বাদী ও ইনকিলাব মঞ্চের সদস্য সচিব আব্দুল্লাহ আল জাবের তদন্ত প্রতিবেদন নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে নারাজি আবেদন করেন। বাদীপক্ষের নারাজি আবেদন বিবেচনায় নিয়ে আদালত চার্জশিট গ্রহণের বিষয়ে তাৎক্ষণিক কোনো আদেশ না দিয়ে সিদ্ধান্ত অপেক্ষমাণ রাখেন। এর আগে, চার্জশিট গভীরভাবে পর্যালোচনার জন্য রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা দুইদিনের সময় চাইলে আদালত তা মঞ্জুর করেন। সেই অনুযায়ী, আজ চার্জশিট সংক্রান্ত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। আদালতে দাখিল করা আবেদনে বলা হয়, গত ১২ ডিসেম্বর দুপুরে যখন সারা দেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফশিল ঘোষণা নিয়ে উত্তেজনা বিরাজ করছিল, তখন রাজধানীর পল্টন বিজয় নগর বক্স-কালভার্ট রোডে এ নৃশংস ঘটনা ঘটে। জনাকীর্ণ এ এলাকায় মোটরসাইকেলে এসে চলন্ত অবস্থায় রিকশায় থাকা ওসমান হাদিকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়। গুরুতর আহতাবস্থায় তাকে সিঙ্গাপুরে নেওয়া হলেও, সেখানে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এ ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করে ফয়সাল করিম মাসুদ ওরফে রাহুল ওরফে দাউদ নামে এক ব্যক্তিকে শনাক্ত করা হয়েছে, যে বেশ কিছুদিন ধরেই নির্বাচনি প্রচারণার আড়ালে হাদির সঙ্গে ছায়ার মতো লেগে ছিল।

তদন্তে গাফিলতির অভিযোগ

আদালতে দেওয়া আবেদনে বলা হয়েছে, তদন্তকারী কর্মকর্তা মাত্র ২২ দিনের মধ্যে একটি দায়সারা অভিযোগপত্র দাখিল করেছেন। এতে হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত মোটিভ এবং মূল পরিকল্পনাকারীদের বাদ দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ করা হয়েছে যে, হত্যাকারী দলকে পালিয়ে যেতে সাহায্যকারী পৃথক টিমের সঙ্গে মূল ঘাতকদের সম্পর্কের বিষয়টি তদন্তে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। শহিদ হাদি জীবদ্দশায় উচ্চমহলের যে হুমকির কথা বলেছিলেন, সেগুলোর কোনো তদন্ত করা হয়নি। বাদীপক্ষের আবেদনে বলা হয়, জনাকীর্ণ স্থানে দিবালোকে এমন পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড কোনো একক ব্যক্তি বা নিম্নস্তরের কর্মীর পক্ষে সংঘটন করা সম্ভব নয়। এ বিষয়ে বাদীপক্ষের আইনজীবী মুস্তাফিজুর রহমান জাগো নিউজকে বলেন, বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক সার্বভৌমত্ব রক্ষায় ওসমান হাদি `ইনকিলাব মঞ্চ, ও একটি কালচারাল সেন্টার প্রতিষ্ঠার

মাধ্যমে নতুন এক আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন। তার এ উদ্যোগে আতঙ্কিত হয়ে পতিত রাজনৈতিক শক্তি ও তাদের দেশি-বিদেশি পৃষ্ঠপোষকরা হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনা করে থাকতে পারে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। আবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করা এবং রাজনৈতিক অঙ্গনে বিভ্রান্তি সৃষ্টিই ছিল এ ষড়যন্ত্রের অন্যতম উদ্দেশ্য।

অধিকতর তদন্তের দাবি

ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে মামলার অধিকতর তদন্ত এবং আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রকৃত অপরাধীদের শনাক্ত করার দাবি জানানো হয়েছে। আবেদনে বলা হয়, শহিদ ওসমান হাদি ছিলেন বাংলাদেশের অমূল্য সম্পদ, তার জীবন উৎসর্গের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতার সুরক্ষা নিশ্চিত করতে এ হত্যাকাণ্ডের স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ তদন্ত অপরিহার্য। বর্তমানে আদালত বিষয়টি পর্যালোচনার জন্য গ্রহণ করেছে এবং মামলার পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য পল্টন থানার মামলা নম্বর-১৯(১২)২০২৫-এর অধীনে অধিকতর তদন্তের নির্দেশনা চাওয়া হয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০১.২০২৬ রিহাব)

দুদকের মামলায় পিএসসির সাবেক গাড়িচালক আবেদ আলী ৩ দিনের রিমান্ডে

জ্ঞাত আয়ের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ সম্পদ অর্জন ও মানিলন্ডারিংয়ের অভিযোগে করা মামলায় বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) সচিবালয়ের অবসরপ্রাপ্ত গাড়িচালক সৈয়দ আবেদ আলী ওরফে জীবনকে তিনদিনের রিমান্ডে নেওয়ার অনুমতি দিয়েছেন আদালত। বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের শুনানি শেষে ঢাকার মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এ আদেশ দেন। আদালত সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। দুদকের আবেদনে বলা হয়, আসামি আবেদ আলী অবসরপ্রাপ্ত গাড়িচালক হলেও, তার বিরুদ্ধে জ্ঞাত আয়ের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ সম্পদ অর্জনের অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেছে। অনুসন্ধানে তার ব্যাংক হিসাবে অস্বাভাবিক ও সন্দেহজনক লেনদেনের তথ্য পাওয়া যায়, যেখানে একাধিক সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংশ্লিষ্টতার ইঙ্গিত রয়েছে। আবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়, আবেদ আলী সংঘবদ্ধ প্রশ্নফাঁস চক্রের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং বিভিন্ন সরকারি কর্মকর্তার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তদন্তে প্রাপ্ত তথ্য ও নথিপত্র পর্যালোচনায় তার কাছ থেকে মামলার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও উপাত্ত পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে দুদক মনে করছে। এসব কারণে মামলার সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে আসামিকে নিবিড়ভাবে জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন উল্লেখ করে দুদক সাতদিনের রিমান্ড আবেদন করে। শুনানি শেষে আদালত তিনদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। দুদক সমন্বিত জেলা কার্যালয় ঢাকা-১-এ চলতি বছরের ৫ জানুয়ারি এ মামলা করা হয়। দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন ও মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে করা এ মামলায় আবেদ আলীকে গ্রেফতার দেখানো (শ্যোন অ্যারেস্ট) হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০১.২০২৬ রিহাব)

২৫৩ আসনে ১০ দলের প্রার্থী ঘোষণা

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামীসহ ১০ দলের আসন সমঝোতায় ২৫৩ আসনে প্রার্থী ঘোষণা হয়েছে। এতে জামায়াত ১৭৯ আসনে প্রার্থী দেবে। এছাড়া, এনসিপি ৩০টি, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশ ২০, খেলাফত মজলিশ ১০, এবি পার্টি ৩, এলডিপি ৭, বিডিপি ২ ও নেজামে ইসলাম পার্টি ২টি আসনে লড়বে। বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) রাত ৯টার পর রাজধানীর ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনের মুক্তিযোদ্ধা হলে এক সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেওয়া হয়। ১০ দলের পক্ষ থেকে এ ঘোষণা দেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের। তিনি বলেন, কিছু আসনে ঝামেলা হয়েছে, এটি প্রত্যাহারের পর ঠিক হবে। সংবাদ সম্মেলনে জামায়াত আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেন, যাকে যেখানে দেওয়া হয়েছে, তারা ১১ দলের এবং দেশবাসীর ক্যান্ডিডেট। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০১.২০২৬ রিহাব)

এখনো গুলি বের হয়নি হুজাইফার, ঢাকার নিউরো সায়েন্স হাসপাতালে ভর্তি

বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তবর্তী টেকনাফে রাখাইন রাজ্যের সশস্ত্র গোষ্ঠী আরাকান আর্মির গুলিতে আহত শিশু হুজাইফা আফনানকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় আনা হয়েছে। ঢাকায় তাকে এইচডিইউতে রাখা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) বিষয়টি নিশ্চিত করেন শিশু হুজাইফার চাচা মো. শওকত আলী বিন হাশেম। জাগো নিউজকে তিনি জানান, ঢাকার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরো সায়েন্স অ্যান্ড হসপিটালে ভর্তি করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত তার শারীরিক অবস্থা আগের মতো। গুলিটি এখনো মস্তিষ্কের ভেতরেই রয়ে গেছে। শওকত আলী বিন হাশেম বলেন, ঢাকার নিউরো সায়েন্স হাসপাতালের ৪র্থ তলায় এইচডিইউ ইউনিটে হুজাইফাকে রাখা হয়েছে। তবে, তার অবস্থা আগের চেয়ে একটু ভালো। গত রোববার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে গুরুতর আহত অবস্থায় আফনানকে চমেক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এরপর মঙ্গলবার বেলা ১১টায় শিশু আফনানের চিকিৎসার জন্য গঠিত মেডিক্যাল বোর্ডের বৈঠকে তাকে দ্রুত রাজধানীতে স্থানান্তরের সুপারিশ করা হয়। চিকিৎসকরা জানান, শিশুটির মস্তিষ্কে গুলি অবস্থান করায়

মস্তিষ্কে অতিরিক্ত চাপ তৈরি হয়েছে। সেই চাপ কমাতে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে খুলির একটি অংশ খুলে রাখা হয়েছে। এটি একটি স্বীকৃত মেডিক্যাল প্রসিডিউর এবং চিকিৎসারই অংশ। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০১.২০২৬ রিহাব)

ওসমান হাদি হত্যা মামলা অধিকতর তদন্তে সিআইডিকে নির্দেশ

ইনকিলাব মঞ্চের শহিদ মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদি হত্যার ঘটনায় করা মামলায় অধিকতর তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। মামলার বাদীর দাখিল করা নারাজি আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগকে (সিআইডি) নতুন করে তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জশিতা ইসলামের আদালতে মামলার চার্জশিট (অভিযোগপত্র) গ্রহণের জন্য দিন ধার্য ছিল। এদিন মামলার বাদী তদন্তে অসন্তোষ প্রকাশ করে চার্জশিটের বিরুদ্ধে নারাজি দাখিল করেন এবং অধিকতর তদন্তের আবেদন জানান। শুনানি শেষে আদালত সিআইডিকে অধিকতর তদন্ত করে আগামী ২০ জানুয়ারির মধ্যে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেন। মামলার নথি অনুযায়ী, গত ১২ ডিসেম্বর দুপুরে ঢাকার পুরানা পল্টনের বক্স কালভার্ট রোডে শরিফ ওসমান হাদির মাথায় গুলি করে দুর্বৃত্তরা। প্রথমে তাকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল এবং পরে এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়। অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য ১৫ ডিসেম্বর ওসমান হাদিকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে সিঙ্গাপুরে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত ১৮ ডিসেম্বর তার মৃত্যু হয়। ১৯ ডিসেম্বর হাদির মরদেহ দেশে আনা হয়। পরদিন সংসদ ভবন এলাকায় জানাজা শেষে বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ সংলগ্ন জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সমাধিসৌধের পাশে হাদির মরদেহ দাফন করা হয়। এ ঘটনায় গত ১৪ ডিসেম্বর রাতে ইনকিলাব মঞ্চের সদস্য সচিব আব্দুল্লাহ আল জাবের পল্টন থানায় হত্যাচেষ্টা মামলা করেন। ওসমান হাদি মৃত্যুবরণ করলে যা হত্যা মামলা হিসেবে নেওয়া হয়।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০১.২০২৬ রিহাব)

দুই দশকে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি জনগোষ্ঠী বেড়েছে ৫৬৯ শতাংশ

যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী বাংলাদেশি জনগোষ্ঠীর সংখ্যা গত দুই দশকে ৫৬৯ শতাংশ বেড়েছে। মার্কিন থিংক ট্যাংক পিউ রিসার্চ সেন্টারের ২০২১-২৩ সালের আমেরিকান কমিউনিটি জরিপের (এসিএস) তথ্যের ওপর ভিত্তি করে। এদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের আদমশুমারি ব্যুরোর প্রকাশিত হিসাব অনুযায়ী, ২০২৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রে নিজেদের বাংলাদেশি হিসেবে পরিচয় দেওয়া মানুষের সংখ্যা ছিল আনুমানিক ৩ লাখ। এই হিসাবে বাংলাদেশি আমেরিকানরা যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত এশীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে দ্বাদশ বৃহত্তম গোষ্ঠী, যা দেশটির মোট এশীয় জনসংখ্যার প্রায় ১ শতাংশ। যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি জনগোষ্ঠী বলতে এমন সব মানুষকে বোঝানো হয়েছে, যারা নিজেদের বাংলাদেশি হিসেবে শনাক্ত করেন। এর মধ্যে রয়েছেন বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে আসা অভিবাসীরা, যুক্তরাষ্ট্রে জন্ম নেওয়া বাংলাদেশি বংশোদ্ভূতরা ও বিশ্বের অন্য কোথাও জন্ম নেওয়া বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্যক্তিরা। এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে এমন ব্যক্তিরাও অন্তর্ভুক্ত, যারা শুধু বাংলাদেশি হিসেবেই নিজেদের পরিচয় দেন এবং অন্য কোনো জাতিগোষ্ঠী বা এশীয় পরিচয়ের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেন না। এ ধরনের মানুষ মোট বাংলাদেশি জনগোষ্ঠীর ৯৫ শতাংশ। পাশাপাশি এমন ব্যক্তিরাও রয়েছেন, যারা বাংলাদেশির পাশাপাশি অন্য কোনো জাতি, নৃ-গোষ্ঠী বা এশীয় পরিচয়ের সঙ্গেও নিজেদের যুক্ত করেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০১.২০২৬ রিহাব)

BBC

TRUMP TOLD 'KILLING HAS STOPPED' IN IRAN AFTER VIOLENT PROTEST CRACKDOWN

Donald Trump has said he has been told "the killing in Iran has stopped", but the US president has not ruled out military action against the country over its violent crackdown on anti-government protesters. According to human rights groups, more than 2,400 people have been killed in the recent crackdown by the Iranian authorities in response to nationwide protests. Trump's comments on Wednesday came after the US and UK both reduced the number of personnel at the Al-Udeid air base in Qatar. Officials told CBS, the BBC's US partner, that a partial American withdrawal was a "precautionary measure". Iran's airspace was closed to nearly all flights for five hours overnight, with several airlines announcing that they will reroute flights around Iran. (BBC News Web Page: 15/01/26, FARUK)

DENMARK WARNS OF 'FUNDAMENTAL DISAGREEMENT' AFTER WHITE HOUSE TALKS ON GREENLAND

Denmark's foreign minister has said there is a "fundamental disagreement" with the US over Greenland after talks at the White House. Lars Lokke Rasmussen said the meeting with Vice-President JD Vance and Secretary of State Marco Rubio on Wednesday had been "frank but constructive". But he added that US President Trump was insisting on "conquering" Greenland which was "totally unacceptable". "We made it very, very clear that

this is not in the interest of Denmark," he said. Trump afterwards reiterated his interest in acquiring the resource-rich island, a position that has rattled allies across Europe and stoked tensions with Nato. (BBC News Web Page: 15/01/26, FARUK)

FROM BEHIND BARS, AUNG SAN SUU KYI CASTS A LONG SHADOW OVER MYANMAR

As of Wednesday the Burmese democracy campaigner Aung San Suu Kyi will have spent a total of 20 years in detention in Myanmar, five of them since her government was overthrown by a military coup in February 2021. Almost nothing is known about her state of health, or the conditions she is living in, although she is presumed to be held in a military prison in the capital Nay Pyi Taw. "For all I know she could be dead," her son Kim Aris said last month, although a spokesman for the ruling military junta insisted she is in good health. She has not seen her lawyers for at least two years, nor is she known to have seen anyone else except prison personnel. After the coup she was given jail sentences totalling 27 years on what are widely viewed as fabricated charges. Yet despite her disappearance from public view, she still casts a long shadow over Myanmar. (BBC News Web Page: 15/01/26, FARUK)

ZELENSKY DECLARES ENERGY EMERGENCY AS BITING COLD PERSISTS

Ukraine has declared a state of emergency in the country's energy sector, with a particular focus on Kyiv, as ongoing Russian strikes continue to leave thousands of residents without power. President Volodymyr Zelensky accused Moscow of deliberately exploiting the harsh winter conditions as part of its war strategy, with overnight temperatures in Kyiv recently dropping to around -20C. The declaration comes as Zelensky's US counterpart Donald Trump said he was holding up efforts to secure a peace deal to end nearly four years of war with Russia. He told the Reuters news agency on Wednesday that Ukraine "is less ready to make a deal" than Russian president Vladimir Putin.
(BBC News Web Page: 15/01/26, FARUK)

US LAUNCHES PHASE TWO OF GAZA PEACE PLAN WITH NEW TECHNOCRATIC GOVERNMENT

US envoy Steve Witkoff has announced the start of phase two of President Donald Trump's plan to end the war in Gaza, with a technocratic Palestinian government established in the territory. Under phase one, Hamas and Israel agreed a ceasefire in October, as well as a hostage-prisoner exchange, a partial Israeli withdrawal, and an aid surge. Witkoff said phase two would also see the reconstruction and full demilitarization of Gaza, including the disarmament of Hamas and other Palestinian groups. "The US expects Hamas to comply fully with its obligations," he warned, noting these include the return of the body of the last dead Israeli hostage. "Failure to do so will bring serious consequences."
(BBC News Web Page: 15/01/26, FARUK)

EUROPE ALLIES BEGIN GREENLAND MILITARY MISSION AS TRUMP SAYS US NEEDS ISLAND

A 15-strong French military contingent has arrived in the Greenland capital Nuuk, as several European states send soldiers there as part of a so-called reconnaissance mission. The deployment, which will also include personnel from Germany, Sweden, Norway and the UK, comes as US President Donald Trump continues to press his claim to the Arctic island, which is a semi-autonomous part of Denmark. French President Emmanuel Macron said the initial troop deployment would be reinforced in the coming days with "land, air, and sea assets". Senior French diplomat Olivier Poivre d'Arvor saw the mission as a sending a strong political signal: "This is a first exercise... we'll show the US that Nato is present."
(BBC News Web Page: 15/01/26, FARUK)

:: THE END::